কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
উপকরণ-১ শাখা
www.moa.gov.bd

নং-১২.০০.০০০০.০২৭.০৪.০২৯.১৬-৪১৯

তারিখ: ১০ অগ্রহায়ন ১৪২৩ / ২৪ নভেম্বর ২০১৬

বিষয় : 'বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন আইন' এর খসড়ার উপর মতামত প্রদান সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে। 'বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন আইন' প্রণয়নের লক্ষ্যে খসড়া আইন প্রস্তুত করা হয়েছে যা মতামত/পরামর্শের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে (www.moa.gov.bd) আপলোড করা হয়েছে।

০২। প্রস্তুতকৃত খসড়া আইনের ওপর নিম্নলিখিত মন্ত্রণালয়/বিভাগসহ সর্বসাধারণের লিখিত মতামত/সুপারিশসহ (যদি থাকে) ০৫(পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত: প্রস্তুতকৃত আইনের খসড়া ০৯(নয়) পাতা।

২৪.১১.১৬

(মোর্শেদা আক্তার)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৭৭৪১৪
ই-মেইল:dsinput1@moa.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মতামত পাওয়া গিয়েছে)।
২। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মতামত পাওয়া যায়নি)।
৩। সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মতামত পাওয়া গিয়েছে)।
৪। সিনিয়র সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা (মতামত পাওয়া গিয়েছে)।
৫। সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মতামত পাওয়া গিয়েছে)।
৬। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মতামত পাওয়া গিয়েছে)।
৭। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মতামত পাওয়া যায়নি)।
৮। সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মতামত পাওয়া গিয়েছে)।
৯। সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মতামত পাওয়া গিয়েছে)।
১০। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মতামত পাওয়া গিয়েছে)।
১১। সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মতামত পাওয়া গিয়েছে)।
১২। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মতামত পাওয়া গিয়েছে)।
১৩। সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মতামত পাওয়া যায়নি)।
১৪। সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মতামত পাওয়া যায়নি)।
১৫। সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মতামত পাওয়া গিয়েছে)।
১৬। সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মতামত পাওয়া যায়নি)।
১৭। সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মতামত পাওয়া গিয়েছে)।
১৮। প্রোগ্রামার, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (খসড়া আইনটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে আপলোড করার অনুরোধসহ)।

অনুলিপি:

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উপকরণ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন আইন .....

২০---- সনের ------ নং আইন

যেহেতু সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন), অত:পর "পঞ্চদশ সংশোধনী" বলিয়া উল্লিখিত, দ্বারা সংবিধান (পঞ্চম সংশোধন) আইন, ১৯৭৯ (১৯৭৯ সনের ১নং আইন) বিলুপ্তির ফলশ্রুতিতে ১৯৭৫ সালের ২৪ আগস্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক ফরমান দ্বারা জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহ, অত:পর "উক্ত অধ্যাদেশসমূহ" বলিয়া উল্লিখিত, অনুমোদন ও সমর্থন (ratification and confirmation) সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ৩ক ও ১৮ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায়; এবং

যেহেতু সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল নং-১০৪৪-১০৪৫/২০০৯ এ সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক উহার বৈধতা প্রদানকারী সংবিধান (পঞ্চম সংশোধন) আইন, ১৯৭৯ (১৯৭৯ সনের ১ নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ার ফলশ্রুতিতে উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায়; এবং

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহ ও উহাদের অধীনে প্রণীত বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন ইত্যাদি প্রজাতন্ত্রের কর্মের ধারাবাহিকতা, আইনের শাসন, জনগণের অর্জিত অধিকার সংরক্ষণ এবং বহাল ও অক্ষুন্ন রাখিবার নিমিত্ত, জনস্বার্থে, অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা প্রদান আবশ্যক; এবং

যেহেতু দীর্ঘসময় পূর্বে জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহ যাচাই-বাছাইপূর্বক যথানিয়মে নূতনভাবে আইন প্রণয়ন করা সময় সাপেক্ষ; এবং

যেহেতু পঞ্চদশ সংশোধনী এবং সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের প্রদত্ত রায়ের প্রেক্ষিতে সৃষ্ট আইনী শূন্যতা সমাধানকল্পে সংসদ অধিবেশন না থাকাবস্থায় আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান ছিল বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হওয়ায় তিনি ২১ জানুয়ারি, ২০১৩ তারিখে ২০১৩ সনের ১নং অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করেন; এবং

যেহেতু সংবিধানের ৯৩(২) অনুচ্ছেদের নির্দেশনা পূরণকল্পে উক্ত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকর রাখিবার স্বার্থে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারীকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬ নং আইন) প্রণীত হইয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া যে সকল অধ্যাদেশ আবশ্যক বিবেচিত হইবে সেইগুলি সকল স্টেকহোল্ডার ও সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত গ্রহণ করিয়া প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে নূতন আইন আকারে বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করিবার জন্য সরকারের সিদ্ধান্ত রহিয়াছে; এবং

যেহেতু সরকারের উপরি-বর্ণিত সিদ্ধান্তের আলোকে The Bangladesh Agricultural Development Corporation Ordinance, 1961 (Ordinance No. XXXVII of 1961) অধ্যাদেশটির বিষয়বস্তু বিবেচনাক্রমে উহা পরিমার্জনপূর্বক নূতনভাবে আইন প্রণয়ন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল, যথা:-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, পরিধি ও প্রবর্তন।—

(১) এই আইন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন আইন, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে;

(২) এই আইন সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে;

(৩) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।—

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না হইলে এই আইনে—

(ক) 'কর্পোরেশন' বলিতে ৩ ধারার আওতায় প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনকে বুঝাইবে;

(খ) 'কর্মকর্তা' বলিতে চেয়ারম্যান এবং সদস্য পরিচালক ছাড়া কর্পোরেশনের একজন কর্মকর্তাকে বুঝাইবে;

(গ) 'কর্মচারি' বলিতে কর্পোরেশনের একজন কর্মচারিকে, এবং ক্ষেত্রমত একজন কর্মকর্তাকেও, বুঝাইবে;

(ঘ) 'কর্মসূচি পরিচালক' বলিতে কর্মসূচির নির্বাহী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বুঝাইবে;

(ঙ) 'কর্মসূচি' বলিতে এই আইনের আওতায় প্রস্তুতকৃত এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কর্মসূচিকে বুঝাইবে;

(চ) 'চেয়ারম্যান' বলিতে কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানকে বুঝাইবে;

(ছ) 'নির্দিষ্ট' বলিতে আইন/বিধিমালা/প্রবিধানমালা দ্বারা নির্দিষ্ট বুঝাইবে;

(জ) 'প্রবিধানমালা' বলিতে এই আইনের আওতায় প্রণীত প্রবিধানমালাকে বুঝাইবে;

(ঝ) 'প্রকল্প এলাকা' বলিতে ২৩ ধারার আওতায় প্রকল্প এলাকা হিসাবে ঘোষিত এলাকাকে বুঝাইবে;

(ঞ) 'প্রকল্প পরিচালক' বলিতে প্রকল্পের নির্বাহী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বুঝাইবে;

(ট) 'প্রকল্প' বলিতে ৫ বা ৬ অধ্যায়ের আওতায় প্রস্তুতকৃত এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পকে বুঝাইবে;

(ঠ) 'পর্ষদ' বলিতে কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদকে বুঝাইবে;

(ড) 'বিধিমালা' বলিতে এই আইনের আওতায় প্রণীত বিধিমালাকে বুঝাইবে;

(ঢ) 'সদস্য পরিচালক' বলিতে কর্পোরেশনের সদস্য পরিচালককে বুঝাইবে;

(ণ) 'সমবায় সমিতি' বলিতে ২০০১ সালের সমবায় সমিতি আইনে উল্লেখিত সমবায় সমিতিকে বুঝাইবে;

অধ্যায়-২

কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা ,ব্যবস্থাপনা এবং সংগঠন

৩। প্রতিষ্ঠা এবং গঠন।—

(১) সরকার এই আইন প্রবর্তনের পর বিদ্যমান বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এই আইনের অধীনে ১৯৬১ সালের ১৬ অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) এই আইনের বিধানাবলির অধীনে কর্পোরেশন একটি সংবিধিবদ্ধ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হইবে। কর্পোরেশনের চিরস্থায়ী সত্তা এবং একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে। আইনে অন্তর্ভুক্ত বিধানাবলি সাপেক্ষে কর্পোরেশনের স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ, ক্রয়, বিক্রয়, ভাড়া বা ইজারা গ্রহণ কিংবা প্রদান এবং রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা থাকিবে। কর্পোরেশন উক্ত নামে প্রয়োজনে মামলা করিতে পারিবে এবং কর্পোরেশনের বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসন।—

(১) কর্পোরেশনের সাধারণ পরিচালনা ও প্রশাসন এবং ইহার কর্মকান্ড পরিচালনা পর্ষদে ন্যস্ত থাকিবে। কর্পোরেশন যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে এবং কার্য ও বিষয় সম্পাদন করিবে পরিচালনা পর্ষদও সে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে এবং কার্য ও বিষয় সম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) পর্ষদ ইহার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণের বিষয়ে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত নির্দেশাবলির মাধ্যমে পরিচালিত হইবে এবং কর্পোরেশনকে প্রদত্ত নির্দেশ নীতি-নির্ধারণ সম্পর্কিত কিনা সে বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) উপধারা (২) এর অধীনে কোন নির্দেশ মানিয়া চলিতে পরিচালনা পর্ষদ যদি ব্যর্থ হয় তাহা হইলে সরকার সদস্য পরিচালকবৃন্দ এবং চেয়ারম্যানকে অপসারণ করিতে পারিবে এবং ৫ ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন সেই ধারার অধীনে নতুন নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে তাহাদের স্থানে লোক নিয়োগ করিতে পারিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, ৫ ধারার (৩) উপধারার (ক) দফা এবং ৫ ধারার ৪ উপধারায় উল্লেখিত বিধানাবলি এই উপধারার অধীনে অস্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(৪) কর্পোরেশন এর একটি সাংগঠনিক কাঠামো থাকিবে যাহা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইবে এবং প্রয়োজনে সরকার উহা পরিবর্তন, পরিবর্ধণ, সংযোজন ও বিয়োজন করিতে পারিবে।

৫। পরিচালনা পর্ষদ গঠন।—

(১) কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদ নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ সমন্বয়ে গঠিত হইবে—

(ক) সরকার কর্তৃক নিয়োজিত একজন চেয়ারম্যান ও অনধিক পাঁচজন পূর্ণকালীন সদস্য পরিচালক;

(খ) সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক যিনি পদাধিকারবলে পরিচালনা পর্ষদের একজন সদস্য হইবেন ;

(গ) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক যিনি পদাধিকারবলে পরিচালনা পর্ষদের একজন সদস্য হইবেন;

(ঘ) আরইবি এর চেয়ারম্যান যিনি পদাধিকারবলে পরিচালনা পর্ষদের একজন সদস্য হইবে।

(২) চেয়ারম্যান পূর্ণকালীন সদস্য পরিচালকদের দপ্তর বন্টন করিবেন।

(৩) পূর্ণকালীন সদস্য পরিচালক—

(ক) সরকার পূর্ণকালীন সদস্য পরিচালক নিয়োগ দান করিবেন এবং অব্যাহতি না দেয়া পর্যন্ত তিনি দায়িত্ব পালন করিবেন;

(খ) সরকার নির্ধারিত বেতন ও ভাতা গ্রহণ করিবেন ; এবং

(গ) এই আইন বা বিধিমালা বা প্রবিধানমালা দ্বারা অর্পিত এবং অর্পিত হইতে পারে এইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তি সংবিধিবদ্ধ বা সংবিধিবদ্ধ নয় এইরূপ কর্পোরেশন এবং সরকার কর্তৃক বা সরকারের পক্ষে পরিচালিত কোম্পানি বা সংস্থা এবং সমবায় সমিতি ছাড়া বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের সঙ্গে লেনদেন করে এইরূপ কর্পোরেশন, কোম্পানি বা সংস্থায় কোন পদে বা কোন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জড়িত থাকিলে তাহা বর্জন করিবেন ;

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার একজন পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হিসাবে তাঁহার দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে নিজ ক্রীত শেয়ার রাখিবার অনুমতি দিতে পারেন, তবে পরিচালনা পর্ষদের দায়িত্ব গ্রহণের পর কোন শেয়ার ক্রয় করিলে শেয়ার সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশন, কোম্পানি বা সংস্থা যেই মুহূর্তে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের সঙ্গে লেনদেন শুরু করিবে সেই মুহূর্তে উক্ত শেয়ার সম্পর্কে ঘোষণা দিতে বাধ্য থাকিবেন।

৬। চেয়ারম্যান নিয়োগ।—

সরকার উপযুক্ত একজন কর্মকর্তাকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিবে এবং তিনি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী হইবেন।

৭। চেয়ারম্যান এবং সদস্য পরিচালকদের অযোগ্যতা, অপসারণ এবং বদলি।—

(১) কোন ব্যক্তিই চেয়্যারম্যান কিংবা সদস্য পরিচালক হইতে পারিবেন না বা চেয়্যারম্যান কিংবা সদস্য পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন না ,যিনি—

(ক) নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধের জন্য দন্ডিত হইয়াছেন; বা

(খ) আদালত কর্তৃক দেউলিয়া বলিয়া ঘোষিত বা কোন সময়ে দেউলিয়া বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন ; বা

(গ) উন্মাদ বা বিকৃত মস্তিষ্ক; বা

(ঘ) দেশের মধ্যে চাকরির জন্য অযোগ্য হইয়াছেন বা কোন সময়ে অযোগ্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন বা চাকরিচ্যুত হইয়াছেন; বা

(ঙ) অপ্রাপ্তবয়স্ক।

(২) সরকার লিখিতভাবে নির্দেশ জারি করিয়া চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য পরিচালককে অপসারণ করিতে পারিবেন, যদি তিনি—

(ক) এই আইনের আওতায় নিজ দায়িত্ব পালন করিতে অস্বীকার করেন বা অপারগ হন বা সরকারের বিবেচনায় নিজ দায়িত্ব পালন করিতে অক্ষম হন ; বা

(খ) সরকারের বিবেচনায় চেয়ারম্যান বা সদস্য পরিচালক হিসাবে তাঁহার পদের অমর্যাদা করিয়াছেন ;বা

(গ) সরকারের লিখিত অনুমতি ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বা কোন অংশীদারের মাধ্যমে কর্পোরেশনের সঙ্গে বা কর্পোরেশন কর্তৃক সম্পাদিত বা কর্পোরেশনের পক্ষে কোন চুক্তি বা কর্মসংস্থানে বা কোন জমি বা সম্পত্তি যাহা তাঁহার জানামতে কর্পোরেশনের কর্মকাণ্ডের ফলে উপকারের সম্ভাবনা সৃষ্টি করিয়াছে বা উপকারে আসিয়াছে সেই রকম জমি বা সম্পত্তিতে কোন অংশ বা স্বত্ব তাহার জ্ঞাতসারে অর্জন করিয়াছেন বা সেই অংশ বা স্বত্বের মালিকানা ভোগ করিয়া আসিতেছেন ; বা

(ঘ) চেয়ারম্যানের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক এবং সদস্য পরিচালকের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান কর্তৃক ছুটি অনুমোদন ব্যতিরেকে পর্ষদের পরপর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকিয়াছেন।

(৩) চেয়ারম্যান বা একজন সদস্য পরিচালক হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত একজন সরকারি কর্মকর্তা, যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, জনস্বার্থে কর্পোরেশন হইতে বদলি হইলে স্বাভাবিকভাবেই চেয়ারম্যান বা সদস্য পরিচালকের পদে বহাল থাকিতে পারিবেন না।

৮। কর্মকর্তা, কর্মচারি নিয়োগ, ইত্যাদি।-

(১) কর্পোরেশন উপযুক্ত বলিয়া মনে করে এইরূপ শর্তাবলির ভিত্তিতে ইহার কার্যাবলি দক্ষতার সহিত সম্পাদনের জন্য অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী কর্মকর্তা, কর্মচারি ইত্যাদি নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) চেয়ারম্যান জরুরী প্রয়োজনে এবং উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করেন এইরূপ শর্তাবলির ভিত্তিতে কর্মকর্তা, কর্মচারি, উপদেষ্টা ইত্যাদি নিয়োগ করিতে পারিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ নিয়োগ সম্পর্কে অযৌক্তিক বিলম্ব না করিয়া পর্ষদকে অবহিত করিতে হইবে এবং পর্ষদের অনুমোদন ব্যতিরেকে ছয় মাসের বেশি সময় এইরূপ নিয়োগ বহাল রাখা যাইবে না।

৯। নিয়োগ, পদোন্নতি, চাকরির শর্ত, পুরস্কার এবং শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা।—

(১) কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারি নিয়োগ, পদোন্নতি পদ্ধতি, এবং তাঁহাদের চাকরির শর্তাবলি প্রবিধানমালা দ্বারা যেইরূপ নির্ধারণ করা হইয়াছে সেইরূপ নির্ধারিত হইবে।

(২) বিধি ও প্রবিধানমালার অধীনে কর্পোরেশন ইহার কর্মকর্তা ও কর্মচারিকে পুরস্কার প্রদান করিতে বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

১০। পর্ষদের সভা।-

(১) প্রবিধানমালায় নির্ধারিত সময় ও স্থান অনুযায়ী পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত হইবে;
তবে শর্ত থাকে যে,তিন মাসে অন্তত একবার পর্ষদ সভা অনুষ্ঠিত হইবে;

(২) পর্ষদের সভায় কোরাম সৃষ্টির জন্য কমপক্ষে দুই জন সদস্য পরিচালককে উপস্থিত থাকিতে হইবে ;

(৩) পর্ষদের সভায় চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করিবেন এবং চেয়ারম্যান উপস্থিত না থাকিলে সভাপতিত্ব করার জন্য তাঁহার দ্বারা লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত পর্ষদ সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন বা এইরূপ প্রাধিকার অর্পণ করা না গেলে সভাপতিত্ব করার জন্য উপস্থিত পর্ষদের সদস্যবৃন্দ তাহাদের মধ্য হইতে যাঁহাকে নির্বাচিত করিবেন তিনি পর্ষদের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) চেয়ারম্যান এবং পর্ষদের প্রত্যেক সদস্য একটি ভোট প্রদান করিবেন, তবে ভোট প্রদানে সমতা সৃষ্টি হইলে সেই ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানের দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৫) অন্যান্য বিষয়সহ উপস্থিত পর্ষদ সদস্যের নাম উল্লেখপূর্বক পর্ষদের সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত করিতে হইবে। এই কার্যবিবরণী বইয়ের আকারে রেকর্ডভুক্ত করিয়া সংরক্ষণ করা হইবে। কার্যবিবরণী সভার সভাপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে এবং পর্ষদের সদস্যের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে।

১১। সরকারের নিকট আলোচ্যসূচি ইত্যাদি প্রেরণ।—

(১) চেয়ারম্যান পর্ষদের সভা অনুষ্ঠানের তারিখ হইতে পনের দিনের মধ্যে পর্ষদের প্রত্যেক সভার আলোচ্যসূচি, কার্যপত্র এবং কার্যবিবরণীর কপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) সরকার প্রেরণের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ পর্ষদের নিকট চাইতে পারেন :

(ক) যে কোন ধরনের বিবরণী , প্রতিবেদন ,হিসাব ,পরিসংখ্যান এবং কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন যেকোন বিষয় সম্পর্কে তথ্য, বা

(খ) এইরূপ যে কোন বিষয় সম্পর্কিত প্রতিবেদন;

এবং পর্ষদ এই ধরনের যে কোন বিষয় অযৌক্তিক বিলম্ব না করিয়া প্রেরণের জন্য বাধ্য থাকিবে।

১২। ক্ষমতা অর্পণ।—

১) পর্ষদ এই আইন বা বিধি বা প্রবিধানমালার অধীনে উহার যে কোন ক্ষমতা চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য পরিচালক বা কোন কর্মকর্তার উপর অর্পণ করিতে পারিবেন।

(২) অনুরূপভাবে চেয়ারম্যান এই আইন বা বিধি বা প্রবিধানমালার আওতায় তাঁহার যে কোন ক্ষমতা কোন সদস্য পরিচালক বা কোন কর্মকর্তার উপর অর্পণ করিতে পারিবেন; তবে উপধারা (১) এর অধীন পর্ষদ কর্তৃক তাঁহার উপর যে ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে সেই ক্ষমতা উপর্যুক্ত সদস্য পরিচালক বা কর্মকর্তার উপর অর্পণ করিতে পারিবেন না।

অধ্যায়-৩
কর্পোরেশনের কার্যাবলি

১৩। কার্যাবলি।—

(১) কর্পোরেশন নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করিবে:

(ক) (i) সমগ্র বাংলাদেশে সার, সেচ, বীজ ও উদ্যান উন্নয়ন সংক্রান্ত কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন, সংগ্রহ, মেরামত, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিবহন, গুদামজাতকরণ, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিপনন এবং কৃষকদের নিকট সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ:

(ii) তবে শর্ত থাকে যে, সরকারের লিখিত পূর্বানুমোদনক্রমে এইরূপ দ্রব্য বিনামূল্যে বা সাহায্য হিসাবে প্রেরণ করা যাইবে:

(iii) আরও শর্ত থাকে যে, যে কোন সেবা প্রয়োজনবোধে সমবায় সমিতিসমূহের মাধ্যমেও প্রদান করা যাইবে;

(খ) প্রয়োজনমাফিক কর্মসূচি অনুযায়ী সমবায় সমিতির নিকট সরবরাহ কার্যক্রম হস্তান্তরের লক্ষ্যে সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি করা ;

(গ) কর্পোরেশন আগ্রহী এইরূপ ক্ষেত্রে সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদান;

(ঘ) সরকার কর্তৃক নির্দেশিত হইলে সরকার প্রণীত শর্তাবলির ভিত্তিতে সরকারের মালিকানাধীন বা সরকার পরিচালিত বীজ উৎপাদন, ফল নার্সারী এবং প্রাণী ও মৎস খামার দায়িত্ব গ্রহণ ও পরিচালনা ;

(ঙ) উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম উৎপাদনে সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান এবং সুযোগ সৃষ্টি করা;

(চ) গবেষণার মাধ্যমে সার ও তার প্রয়োগ পদ্ধতি এবং ফসলের জাত উদ্ভাবন, নির্বাচন, প্রর্বতন ও কর্পোরেশনের নামে ছাড় করা;

(ছ) মাটি ও সেচের পানির লবনাক্ততা নিরূপণ, সেচের পানির পরিমান জরিপ, পানির উদ্ভাবনমূখী ব্যবহার, সেচের পানির জন্য জলাধার তৈরী ও একুইফার উন্নয়ন এবং এই সকল ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা, গবেষণা ও কর্মসূচি প্রণয়নে সুযোগ সৃষ্টি করা;

তবে শর্ত থাকে যে, কর্পোরেশন সরকার কর্তৃক নির্দেশিত হইলে সরকার কর্তৃক প্রণীত শর্তাবলির ভিত্তিতে সরকারের মালিকানাধীন বা সরকার পরিচালিত বা এই জাতীয় গবেষণা ও দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত কোন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বভার গ্রহণ করিবে।

(২) উপধারা (১)-এ বর্ণিত কার্যাবলি ছাড়াও কর্পোরেশন নিম্নলিখিত কার্যাবলি সম্পন্ন করিবে—

(ক) কৃষি সরঞ্জাম ঋণ প্রদান এবং সরকার কর্তৃক এই রকম ঋণ প্রদানে নির্দেশিত হইলে প্রবিধানমালা দ্বারা নির্ধারিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঐ ঋণ প্রদান করিবে ;

(খ) কৃষি দ্রব্য প্রক্রিয়াকরণ, কীটনাশক, বালাইনাশক, ফাংগাসনাশক, জীবানুনাশক, জৈবসার ও জীবানুসার তৈরি বা প্রস্তুতকরণ বা গবাদি পশু, মৎস ও হাঁস মুরগীর খাদ্য প্রস্তুতের জন্য শিল্পকারখানা স্থাপনে সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান এবং সুযোগ সৃষ্টি করা ;

(গ) [১] লিফট পাম্প, গভীর ও অগভীর নলকূপ সরবরাহ ,সংরক্ষণ, সেচ স্কিম গ্রহণ, সেচ নালা নির্মাণ, সেচ অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত ও উন্নয়ন, সেচ যন্ত্র নিবন্ধন এবং চালনার কাজ সংগঠিত করা এবং ছোট ছোট মেরামত কারখানা চালু করা ;

[২] সেচ বা অন্যান্য কাজে পানি সরবরাহের জন্য লিফট পাম্প ও নলকূপ সরবরাহ , চালনা, মেরামত ও সংরক্ষণ, সেচ চার্জ নির্ধারণ ও আদায় ;

[৩] যান্ত্রিক পদ্ধতির চাষাবাদে সুযোগ প্রদানের জন্য উন্নত ও আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, চালনা, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা;

[৪] জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, রাবার ড্যাম ও হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম গ্রহণ;

[৫] বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবিলায় ব্যবস্থা গ্রহণ;

[৬] ভূ-পরিস্থ, ভূ-গর্ভস্থ ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার, খাল নালা, জলাধার, একুইফার সংরক্ষণ, সংস্কার, উন্নয়ন ও পানির উদ্ভাবনমূখী ব্যবহারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

[৭] সেচ দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত সেচ প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, সংরক্ষণ, হস্তান্তর ও সেচ যন্ত্রে বিদ্যুতায়ন ও বৈদ্যুতিক অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন এবং সেচ অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত, সেচ নালা, খাল, জলাধার খনন/পুন:খনন, ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ, মেরামত, সংস্কার ও উন্নয়ন;

[৮] ভূ-পরিস্থ, ভূ-গর্ভস্থ ও তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উপজাত পানির সমন্বিত ব্যবহার এবং এ লক্ষ্যে ওয়াটার ব্যালেন্স ও ওয়াটার বাজেট নির্ধারণ;

[৯] সেচ যন্ত্রে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার এবং এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে বিদেশী কোন প্রতিষ্ঠান/এজেন্সির সাথে চুক্তি কিংবা সমঝোতা স্মারক সম্পাদন এবং প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

[১০] সরকারের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের আওতায় হস্তান্তরের মাধ্যমে সরকার বা অন্যান্য এজেন্সি বা প্রতিষ্ঠান হইতে যান্ত্রিক চাষাবাদ এবং শক্তিচালিত সেচ কার্যক্রম গ্রহণ এবং হস্তান্তরের মাধ্যমে ট্রাক্টর ,শক্তিচালিত পাম্প এবং অন্যান্য সরঞ্জাম এর ভাড়া হইতে সরকার বা অন্য কোন এজেন্সির প্রাপ্য অর্থ গ্রহণ এবং বর্তমান আইনের অধীনে কর্পোরেশনের নিকট এই সকল বিষয় প্রদেয় বলিয়া গণ্য হইবে;

[১১] কৃষিকাজে জ্বালানি হিসাবে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার।

(ঘ) কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরির কারখানা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ,হিমাগার, বীজ হিমাগার, ডিহিউমিডিফায়েড বীজ গুদাম, বীজ গুদাম, প্লান্ট বায়োটেক ল্যাবরেটরি ইত্যাদি স্থাপন;

(ঙ) প্রয়োজনে অভিযোজন ক্ষমতাসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, আমদানী ও রপ্তানি এবং লাগসই কারিগরি কলাকৌশল উৎভাবন ও প্রয়োগ;

(চ) প্রয়োজনে বিদেশী কোন সংস্থার সঙ্গে যৌথ কার্যক্রম গ্রহণ ;

(ছ) যেইক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিবহণ সুবিধা নাই সেইক্ষেত্রে নিজ হইতে প্রয়োজনীয় পরিবহন এর সুবিধা প্রদান এবং যদি সরকার বা বেসরকারি পরিবহণ এজেন্সিসমূহ কর্পোরেশনকে এইরূপ সুবিধা দিতে অপারগ হয় তাহা হইলে কর্পোরেশনের ব্যবহারের জন্য সরকার ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথাযথ পরিবহণ ব্যবস্থা চালু করার কাজে আর্থিক বা অন্য কোনোভাবে সহায়তা প্রদান ;

(জ) এলাকার সমস্যা, সম্পদ, সেচ যন্ত্রের ব্যবহার এবং পানির গুণাগুণ, স্তর ও প্রাপ্ততা এর জরিপ পরিচালনা বা জরিপ পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি এবং এইরূপ জরিপ, প্রশিক্ষণ এবং সমীক্ষা ,পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রায়োগিক গবেষণা কাজের ব্যয় বহন ;

(ঝ) কর্পোরেশনের কার্যাবলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বা অন্য কোন ব্যক্তি ,সংস্থা এবং এজেন্সি কর্তৃক গৃহীত বা সম্পাদিত কোন সমীক্ষা ,জরিপ ,পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা প্রায়োগিক গবেষণার ব্যয় নির্বাহে আর্থিক সাহায্য প্রদান;

(ঞ) প্রয়োজনে কোন ভবন/ স্থাপনা/ যানবাহন/ যন্ত্রপাতি পরিত্যক্ত, ব্যবহার অযোগ্য ঘোষণা করিতে এবং অপসারণ করিতে কিংবা বিক্রয় করিতে পারিবে;

(ট) বীজসহ যে কোন উপকরণ ব্যবহার অযোগ্য ঘোষণা করিতে, ধ্বংস করিতে বা বিক্রয় করিতে পারিবে; এবং

(ঠ) ভূমি পূনরূদ্ধার, পতিত জমির ব্যবহার করিতে পারিবে এবং ভূমি ও পানি ব্যবহার বিষয়ে গবেষণার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে;

(ড) কর্পোরেশন কাজের স্বার্থে যে কোন ভূমি, সম্পদ ও স্থাপনা ক্রয় করিতে পারিবে।

১৪। প্রকল্প, কর্মসূচি, কার্যক্রম এলাকায় অতিরিক্ত কার্যাবলি।—

ধারা ১৩ এর সাধারণ অর্থের কোন ব্যত্যয় না ঘটাইয়া কর্পোরেশন কার্যক্রম, প্রকল্প, কর্মসূচি এলাকায়-

(ক) উন্নত জাতের বীজ, সার, উদ্ভিদ সংরক্ষণ সরঞ্জাম, উন্নত কৃষি প্রযুক্তি ,ঋণ ও তত্ত্বাবধানকৃত ঋণ এর ব্যাপক ও সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষকদের মধ্যে প্রযুক্তি জ্ঞান সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

(খ) ভূমি পুনরুদ্ধার ,পতিত জমির ব্যবহার ,দুগ্ধ শিল্প ,নতুন এলাকায় কৃষিকাজ, পাহাড়ি নদীনালা ব্যবহার উপযোগীকরণ , খালনালা সংরক্ষণ ,সম্ভাবনাময় এলাকার ব্যবহার ,উপযুক্ত শস্য পর্যায় এবং মিশ্র খামারের মাধ্যমে পরিকল্পিত কৃষি , কৃষিদ্রব্য বিপণন ও প্রক্রিয়াকরণ এবং সমবায় ও ব্লক খামার সম্পর্কিত বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে ;

(গ) তত্ত্বাবধানকৃত ঋণ এবং সমবায় সমিতির মাধ্যমে বিপণনের সঙ্গে ঋণের সংযোগ বিষয়ক কাজ সংগঠিত করিবে ;

(ঘ) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় নগদ ঋণ তত্ত্বাবধান করিবে ;

(ঙ) ধারা ২৩ এর অধীনে প্রজ্ঞাপন জারির অব্যবহিত পূর্বে কৃষি, প্রাণীসম্পদ, সমবায় সমিতি, মৎস্য খামার, বন ও ভূমি একত্রীকরণ বিষয়ক বিভাগসমূহ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট এলাকায় যে সকল কাজ সম্পাদন করা হইত সেই সকল কাজ সম্পাদন করিবে ;

(চ) প্রতিকূল পরিবেশ মোকাবেলার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

(ছ) সেচের জন্য পানি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং এইজন্য প্রয়োজনীয় সেচ যন্ত্র সরবরাহ, মেরামত ও সংরক্ষণ,

সেচ অবকাঠামো নির্মাণ, সেচ যন্ত্রে বিদ্যুতায়ন, খাল, নালা, জলাধার খনন/পুন:খনন ও নলকূপ স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

(জ) কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহারে সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান করিবে এবং এই সকল কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করিবে ; এবং

(ঞ) কর্পোরেশনের কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে বা এই সকল গবেষণার জন্য দেশে, বিদেশে প্রয়োজনীয় চুক্তি সম্পাদন করিতে পরিবে ।

অধ্যায়-৪

কর্পোরেশনের ক্ষমতা

১৫। সাধারণ ক্ষমতা।—

(১) কর্পোরেশন এই আইনের উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় বা সমীচীন এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে।

(২) এই আইনের অন্য কোন বিধানাবলির দ্বারা অর্পিত ক্ষমতার সাধারণ অর্থের কোনরূপ ব্যত্যয় না ঘটাইয়া, কর্পোরেশন যে কোন কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবে ,কোন কিছু সরবরাহের সুযোগ রাখিবে, সেবামূলক কাজের ব্যবস্থা করিবে ,যে কোন ব্যয় বহন করিবে ,নিজস্ব ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় কোন প্ল্যান্ট ,যন্ত্রপাতি বা উপকরণ সংগ্রহ করিবে এবং যে কোন চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে এবং এইরূপ চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সকল দায়িত্ব ও ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিবে।

(৩) কর্পোরেশনের যান্ত্রিক কৃষি সুবিধা এবং সেচের পানি সরবরাহের লক্ষ্যে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যয়ের হার নির্ধারণ করিবে এবং এই ব্যয় কর্পোরেশন কর্তৃক আদায়যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

১৬। জমির ব্যবহার সম্পর্কিত ক্ষমতা।—

(১) কর্পোরেশন নিম্নবর্ণিত কাজসমূহ সম্পাদন করিতে পারিবে-

(ক) কর্পোরেশনের মালিকানাধীন ভূমি উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত যে কোন শর্তে যে কোন ব্যক্তিকে প্রদান এবং যে শর্ত বা শর্তাবলীর ভিত্তিতে কর্পোরেশন এইরূপ ভূমি প্রদানে ইচ্ছুক সেই শর্ত বা শর্তাবলীর বিবরণ সরবরাহ;

তবে শর্ত থাকে যে, শর্তাবলির বিবরণ সরকার কর্তৃকঅনুমোদিত না হইলে কোন ব্যক্তিকে ভূমি প্রদান করা যাইবে নাঃ

আরো শর্ত থাকে যে, এক বৎসরের অতিরিক্ত সময়ের জন্য সাধারণত কোন ভূমি ইজারা দেওয়া যাইবে না তবে কর্পোরেশন চাইলে চুক্তি নবায়ন করিতে পারিবে এবং কোন ক্ষেত্রে যদি দীর্ঘ মেয়াদের জন্য ইজারা দেওয়া হয় তবে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ এবং প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে, এবং অন্য যে কোন ধরনের ভূমি প্রদান উক্ত আইনের বিধানাবলির আওতায় আনয়ন করা হইবে ;

(খ) এইরূপ প্রদত্ত ভূমি পুনরুদ্ধারকরণ বা ইহার বিকল্প হিসাবে ভূমি গ্রহণকারী ব্যক্তি প্রজাস্বত্বের কোন শর্ত ভঙ্গ করিয়াছেন বলিয়া কর্পোরেশন নিশ্চিত হইয়াছেন এইরূপ প্রমাণিত হইলে অনধিক একলক্ষ টাকা জরিমানা আরোপ ;

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার আওতায় কোন আদেশ প্রদান করার আগে ভূমি গ্রহণকারীকে হাজির হওয়ার জন্য এবং তাঁহার আপত্তিসমূহ শুনানীর জন্য সুযোগ দেওয়া হইবে ;

আরো শর্ত থাকে যে, ভূমি পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে ভূমি গ্রহণকারী অনতিবিলম্বে ভূমি প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য থাকিবেন, তবে ভূমিস্থ শস্যের জন্য ক্ষতিপূরণ, যা কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত হইবে, এবং প্রজাস্বত্বকালীন সময়ে ভূমি উন্নয়নমূলক কিছু করিতে পারিবেনা;

(গ) বর্তমানে বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নরূপ কোন কিছু থাকিলেও—

[১] খন্ড ভূমির সংখ্যা কমাইয়া আনার জন্য প্রকল্প এলাকায় ভূমির স্বত্ব বা কোন কোন ভূমি পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে ভূমি একত্রীকরণের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রস্তুত ও নিশ্চিতকরণ এবং এইরূপ একত্রীকরণ ও প্রকল্পের আওতায় মূল ভূমির চাইতে কম বাজার মূল্যের কোন ভূমির বরাদ্দ পাইয়াছেন এমন কোন ব্যক্তি এবং এইরূপ প্রকল্পের আওতায় ক্ষতিগ্রস্ত কোন ব্যক্তিকে কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত হারে ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ প্রদান ;এবং

[২] ভূমি একত্রীকরণ সম্পর্কিত আইনের আওতায় ভূমি একত্রীকরণ কর্মকর্তাদের দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য কর্মকর্তাদের নিয়োগ ;

(ঘ) কর্পোরেশন এবং সরকারের মধ্যে সম্পাদিত হইতে পারে এইরূপ চুক্তির শর্তাবলির ভিত্তিতে সরকারি খাস জমির দায়িত্ব গ্রহণ ও ব্যবস্থাপনা ;

(ঙ) সাধারণ বা বিশেষ আদেশের মাধ্যমে ভূমির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং ধ্বংসাত্মক বা ক্ষতিকর ব্যবসা পরিচালনা বা কোন ভবন বা কাঠামো নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ বা নিষিদ্ধ করা ;

(চ) সংশ্লিষ্ট কোন এলাকায় নিম্নোক্ত কাজসমূহ সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান :

[১] এলাকা সমতলকরণ ,চত্বর তৈরি এবং বাঁধ নির্মাণ ;

[২] এইরূপ এলাকা বা অংশ বিশেষের বনায়ন ;

[৩] মাঠ অথবা অসমতল ভূমিতে মাটির কাজ ;

[৪] বৃষ্টির পানি অপসারণের জন্য সেচনালা/খাল তৈরি,

[৫] খালনালা শাসন ;

[৬] বাতাসের দ্বারা ভূমিক্ষয় বন্ধ বা এইরূপ এলাকা উন্নয়ন বা ইহার পানি সম্পদের ব্যবহারের জন্য কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত মতে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাজ সম্পাদন ; এবং

[৭] ধার্যকৃত সেচ চার্জ আদায় এবং পানি ব্যবহারকারী যথাসময়ে সেচ চার্জ প্রদানে ব্যর্থ হলে ধার্যকৃত সেচ চার্জের সাথে অনধিক বিশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা আরোপ।

(ছ) পূর্ববর্তী দফার আওতায় কোন ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদন হওয়া প্রয়োজন এবং অসম্পাদিত অবস্থায় রয়েছে এমন কোন কাজ এইরূপ ব্যক্তিকে যথাযথ নোটিশ প্রদান বা এইরূপ ব্যক্তি কর্তৃক উত্থাপিত কোন আপত্তি বিবেচনার পর কর্পোরেশন কর্তৃক সম্পাদিত হইতে হইবে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান এবং এইরূপ ব্যক্তি বা কর্পোরেশন ন্যায়সঙ্গত নোটিশ প্রদানের পর যথাযথ অনুসন্ধানের ভিত্তিতে আংশিকভাবে এইরূপ কাজ সম্পাদনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত বলিয়া সাব্যস্ত করে এমন কোন ব্যক্তি কর্তৃক যেই আনুপাতিক হারে এইরূপ কাজের ঝুঁকি ও ব্যয় বহন করা হইবে সেই আনুপাতিক হার নির্দিষ্ট করা;

(জ) যে কোন এলাকার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ বা বিশেষ আদেশের মাধ্যমে নিম্নোক্ত কাজসমূহ সম্পাদন, নিয়ন্ত্রণ , সীমাবদ্ধ বা নিষিদ্ধ করা -

[১] চাষের জন্য জমি পরিষ্কার বা সমতল করা;

[২] খনিজ নয় এমন পাথর উত্তোলন এবং চুন বা কাঠকয়লা পোড়ানো ;

[৩] গবাদি পশু প্রবেশ করানো, চরানো ,আবদ্ধ করা এবং রাখা ;

[৪] কোন গাছ কাটা, অপসারণ, বিক্রি করা;

[৫] কোন গাছ বা কাঠ কাটিয়া রাখা, এইগুলি দিয়া চতুর্দিকে বেড়া দেওয়া, গাছ ছাঁটিয়া দেওয়া, গাছের খুঁটি লাগানো বা পোড়ানো; এবং

[৬] আগুন জ্বালানো ,রাখা বা বহন করা;

(ঝ) কোন নির্দিষ্ট এলাকায় কোন বিশেষ ধরনের শস্য বা উদ্ভিদ রোপনের জন্য নির্দেশ দান এবং অনুসরণের লক্ষ্যে শস্যপর্যায় নির্ধারণ;

(ঞ) ভূমি সমতলকরণ ,গাছ রোপণ ,পানির নালা নির্মাণ এবং কর্পোরেশনের নিকট রক্ষিত ভূমি চাষের অধীনে আনার যাবতীয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ; এবং

(ট) নির্ধারিত শর্তাবলির ভিত্তিতে এই আইনের কোন উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে কোন ব্যক্তিকে আর্থিক অনুদান প্রদান।

(২) উপধারা (১) এর আওতায় যে কোন নির্দেশ নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রকাশিত হইতে হইবে।

১৭। ভূমি ভাড়া প্রদান এবং প্রজাস্বত্ব নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা।—

(১) যেই সকল ব্যক্তি এই আইন প্রবর্তনকালে কৃষি জমি চাষ করিবার অধিকার ভোগ করিতেছিল সেই সকল ব্যক্তি যেই শর্তাবলির ভিত্তিতে এই অধিকার ভোগ করিয়া যাইতে পারিবে কর্পোরেশন সেই রকম যাবতীয় শর্ত বিধিমালা বা প্রবিধানমালার মাধ্যমে প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বর্তমানে বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নরূপ কোন কিছু থাকিলেও উপধারা (১) এর আওতায় জারিকৃত আদেশ বলবৎ হইবে।

(৩) উপধারা (১) আওতায় জারিকৃত আদেশের বিরোধিতা করিয়া যেই ব্যক্তি কৃষি ভূমি চাষের অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছেন তাহাকে কোন ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ অফিসার কর্পোরেশনের আদেশক্রমে সাময়িক উচ্ছেদ করিতে পারিবেন এবং অনুরূপ আদেশক্রমে কৃষি ভূমি চাষের অধিকার ভোগের যোগ্য হইলে এমন কোন ব্যক্তিকে সাময়িকভাবে সেই অধিকার প্রদান করিতে পারিবেন এবং এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হইলে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

১৮। যোগাযোগ উন্নয়ন বিষয়ক ক্ষমতাবলি।—

কর্পোরেশন কার্যক্রম, প্রকল্প, কর্মসূচি এলাকার ভিতর এবং বাহিরে যোগাযোগ উন্নয়নকল্পে নিম্নোক্তভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে :

(ক) আপাতত বলবৎ কোন আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে এককভাবে বা অন্য কোন ব্যক্তি সহযোগে যে কোন যোগাযোগ মাধ্যম প্রতিষ্ঠা ,সংরক্ষণ এবং বাস্তবায়ন করিবে;

(খ) আপাতত বলবৎ আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে সড়ক ও সেতু নির্মাণ, প্রশস্তকরণ, দৃঢ়করণ বা অন্য কোনোভাবে উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে:

(গ) আরোপ করার জন্য যথাযোগ্য বলিয়া গণ্য এমন শর্তাবলীসাপেক্ষে—

[১] কোন যোগাযোগ মাধ্যম তৈরি ,সংরক্ষণ বা বাস্তবায়নের উপর ব্যয়িত মূলধনের সুদ হিসাবে কোন অর্থ যথাযোগ্য বলিয়া গণ্য হইলে নিজ ব্যবস্থাধীন তহবিল হইতে পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করিবে; এবং

[২] যেই সকল ব্যক্তি কোন ধরনের যোগাযোগ মাধ্যম প্রতিষ্ঠা, সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন সেই সকল ব্যক্তিকে ভর্তুকি হিসাবে কোন অর্থ যথাযোগ্য বলিয়া গণ্য হইলে উপর্যুক্ত নিজ ব্যবস্থাধীন তহবিল হইতে প্রদান করিবেঃ

শর্ত থাকে যে, সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে এইরূপ কোন গ্যারান্টি বা ভর্তুকি প্রদান করা যাইবে না।

১৯। জরিপ বা উহার ব্যয় নির্বাহের ক্ষমতা।—

কর্পোরেশন এই ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কাজ সম্পাদন করিতে পারিবে:

(ক) কর্পোরেশন এই আইনের কোন উদ্দেশ্য পূরণ করিবার জন্য ভূমির কোন জরিপ প্রয়োজনীয় বা উপযোগী বলিয়া বিবেচনা করিলে উক্ত ভূমির জরিপের সুযোগ সৃষ্টি করিতে পারিবে ; বা

(খ) অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কোন জরিপের ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ প্রদান করিতে পারিবে।

২০। প্রবেশাধিকার ক্ষমতা।—

(১) চেয়ারম্যান বা তাঁহার দ্বারা লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি যে কোন ভূমিতে প্রবেশ করিবেন এবং সেই ভূমির জরিপ করিবেন ,প্রয়োজনীয় তদন্ত কর্মের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং এলাকা নির্ধারণের জন্য খুঁটি স্থাপন করিতে পারিবেন, অভিপ্রেত কাজের ধারা সৃষ্টি করিতে পারিবেন, পানির সন্ধান পাওয়ার লক্ষ্যে মাটিতে গর্ত করিতে পারিবেন বা মাটি খনন করিতে পারিবেন, পানির ধারা সৃষ্টির লক্ষ্যে খাল ও নালা খনন ও পুনঃখনন করিতে পারিবেন, বারিড পাইপ নির্মাণ করিতে পারিবেন এবং এই আইনের সকল বা কোন উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য সকল কাজ সম্পন্ন করিতে পারিবেন।

শর্ত থাকে যে ,ক্ষতিগ্রস্ত ভূমি কর্পোরেশনের নিকট অর্পিত না হইলে উপধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতা এমনভাবে প্রযোজ্য হইবে যাহাতে ভূমি মালিকের অধিকারের ক্ষেত্রে ন্যূনতম হস্তক্ষেপ এবং ন্যূনতম ক্ষতি সংঘটিত হয়।

(২) উপধারা (১) অনুসারে একজন ব্যক্তি কোন ভূমিতে প্রবেশ করিলে সেই ব্যক্তি ঐ ভূমিতে প্রবেশকালে উপর্যুক্ত ভাষ্য অনুযায়ী সম্ভাব্য সকল ক্ষতিপূরণের জন্য অর্থ প্রদান করিবেন বা অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং উক্ত প্রদত্ত বা পরিশোধিত অর্থের পর্যাপ্ততা সম্পর্কে কোন বিবাদ দেখা দিলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সেই বিবাদের বিষয় কার্পোরেশনকে অবহিত করিবেন এবং এই ক্ষেত্রে কর্পোরেশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

(৩) সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের মধ্যে যে কোন সময়ে পরিদর্শন বা তল্লাশির লক্ষ্যে ভূমিতে প্রবেশ করিবার বা ভূমির কোন দরজা বা গেইট খোলা বা অন্য কোন প্রতিবন্ধকতা উন্মুক্ত করা বা এই কাজগুলি করিবার কারণ সৃষ্টি করা উপধারা (১) এর অধীনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তির জন্য অবৈধ হইবে না—

(ক) যদি তিনি এই ধরনের প্রবেশ ,পরিদর্শন বা তল্লাশির লক্ষ্যে এইরূপ দরজা বা গেইট খোলা বা কোন প্রতিবন্ধকতা উন্মুক্ত করা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন ;এবং

(খ) যদি দখলদার বা মালিক ,যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ,অনুপস্থিত থাকেন বা উপস্থিত থাকিয়াও এই ধরনের দরজা বা গেইট না খোলেন বা প্রতিবন্ধকতা উন্মুক্ত না করেন:

শর্ত থাকে যে ,কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করিতে হইবে এবং ক্ষতিপূরণের অর্থের পর্যাপ্ততা সম্পর্কে বিবাদের ক্ষেত্রে বিষয়টি কর্পোরেশনকে অবহিত করা হইবে এবং এই ক্ষেত্রে কর্পোরেশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

অধ্যায়-৫
পরিকল্পনা, কার্যক্রম, প্রকল্প এবং কর্মসূচিসমূহ

২১। পরিকল্পনা প্রণয়ন।—

কর্পোরেশন এই আইনের বিধানাবলি এবং বিধি ও প্রবিধানমালা সাপেক্ষে উহার উদ্দেশ্যাবলি বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনার কাঠামো অথবা পরিকল্পনাসমূহ প্রণয়ন করিবে।

২২। কার্যক্রম, উন্নয়ন কর্মসূচি ও প্রকল্পসমূহ।—

(১) কর্পোরেশন নির্দিষ্ট এলাকায় উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম, কর্মসূচি ও প্রকল্পসমূহ তৈরি করিবে এবং এইগুলি সরকারের অনুমোদনের জন্য পেশ করিবে।

(২) এই আইনের আওতায় এই ধরনের প্রত্যেকটি কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্পে নিম্নোক্ত বিবরণী অন্তর্ভুক্ত থাকিবে—

(ক) কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্পের বিবরণ এবং কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি ও কৌশল;

খ) কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যয় এবং উক্ত কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্প হইতে উদ্ভূত হইতে পারে এইরূপ প্রত্যাশিত আয় এবং সেবার বিবরণ ,কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্প হইতে যে সকল লক্ষ্য অর্জিত হইতে পারে সেইগুলির ব্যয় বরাদ্দের বিবরণ এবং কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্প হইতে উপকারভোগী ব্যক্তিবর্গের ভৌত ও আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তির বিবরণ ; এবং

(গ) অর্জিত হইতে পারে এইরূপ লক্ষ্যমাত্রা।

২৩। কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্প এলাকা ঘোষণা।—

ধারা-২২ এর আওতায় কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্প গ্রহণ করার পর সরকারী প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কোন এলাকাকে কার্যক্রম, কর্মসূচি

বা প্রকল্প এলাকা বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবে।

২৪। কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্প এলাকায় কর্পোরেশনের ক্ষমতা এবং কার্যাবলি।—
কর্পোরেশন কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্প এলাকায় এই আইনে বর্ণিত ক্ষমতা এবং কার্যাবলি ছাড়াও ২৩ ধারায় উল্লেখিত প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত হইতে পারে এইরূপ ক্ষমতা ও কার্যাবলি প্রয়োগ ও সম্পাদন করিতে পারিবে।

২৫। সরকার কর্তৃক কর্পোরেশনের উপর ক্ষমতা এবং কার্যাবলি অর্পণ বা আরোপ।—
বর্তমানে বলবৎ যে কোন আইনের আওতায় সরকার কর্তৃক প্রয়োগ বা সম্পাদিত হইতে পারে এইরূপ ক্ষমতা ও কার্যাবলি সরকার, সরকারি আদেশ বা প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে, কর্পোরেশন বা ইহার যে কোন কর্মকর্তা বা ইহার অধীনস্থ যে কোন কর্তৃপক্ষের উপর অর্পণ বা আরোপ করিতে পারিবে।

২৬। সহায়ক সংগঠনসমূহ।—
কর্পোরেশন উহার কার্যক্রম, কর্মসূচি ও প্রকল্পসমূহের যে কোনোটির বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় হইতে পারে এমন সহায়ক সংগঠনসমূহ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে এবং যথাযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে এইরূপ ক্ষমতা ও কার্যাবলি এই সকল সহায়ক সংগঠনের যে কোনোটির উপর অর্পণ বা আরোপ করিতে পারিবে।

২৭। বাণিজ্যিক লেনদেন।—
কর্পোরেশন যে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেন চালু করিতে পারিবে।

২৮। কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্প এলাকা হইতে কর্পোরেশন এর প্রত্যাহার।—
কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হওয়ার পর সরকার কর্পোরশনকে কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্প এলাকা হইতে চলিয়া আসিতে অনুমতি দিতে পারিবে এবং এইভাবে কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্প এলাকা হইতে চলিয়া আসার পর নির্দিষ্ট এলাকাটি আর কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্প এলাকা হিসাবে বিবেচিত হইবে না।

শর্ত থাকে যে, কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্প এলাকা হিসাবে এলাকায় পরিচয় শেষ হইয়া যাওয়ার পর এইরূপ এলাকায় কর্পোরেশনের যে কোন কাজ বা দায়িত্বের নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

অধ্যায়-৬
ভূমি উন্নয়ন কর্মসূচি ও প্রকল্প বিষয়ক বিশেষ বিধানাবলি

২৯। উন্নয়ন কার্যক্রম, কর্মসূচি ও প্রকল্পসমূহ।—
কর্পোরেশন ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন বা চত্বরের আকারে পরিণত করা বা ভূমি সমতলকরণ বা ভূমি সংরক্ষণ বা ভূমি পুনরুদ্ধার সম্পর্কিত কার্যক্রম, কর্মসূচি ও প্রকল্পে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলির সব কয়টি বা কোনোটির সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে:

(ক) এই আইনের কিংবা ভূমি অধিগ্রহণে বিদ্যমান আইনের আওতায় কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া সাব্যস্ত বা কর্মসূচি বা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ভূমি অধিগ্রহণ বা ভূমি সংক্রান্ত সুবিধা অর্জন;

(খ) ক্রয় ,ইজারা ,বিনিময় বা অন্য কোনভাবে এইরূপ ভূমি অধিগ্রহণ বা ভূমি সংক্রান্ত সুবিধা অর্জন ;

(গ) কর্পোরেশনের উপর ন্যস্ত বা কর্পোরেশন কর্তৃক অধিগৃহীত কোন ভূমির সংরক্ষণ ,ভাড়া ,ইজারা ,বিক্রয় ,বিনিময় বা অন্য কোনোভাবে ব্যবহার;

(ঘ) কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত কোন ভূমির পুনঃস্থাপন ,কর্মসূচি বা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত গ্রাম বা গ্রামসমূহের সাধারণ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রবিধি দ্বারা নির্ধারিত মোট এলাকার অংশবিশেষের অতিরিক্ত নয় এইরূপ ভূমির সংরক্ষণ বা ভূমির মালিকদের মধ্যে অবশিষ্ট ভূমির পুনর্বণ্টন এবং এইরূপ সাধারণ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সংরক্ষিত ভূমির ব্যবস্থাপনা ;

(ঙ) কর্পোরেশন বা ভূমির মালিক বা ভূমির মালিকগণের অনুপস্থিতিতে কর্পোরেশন কর্তৃক বাজার ,গ্রাম এবং ভূবাসন পুনঃস্থাপন ও গঠন এবং বিদ্যমান ভবনসমূহের ধ্বংসসাধন এবং ভবন নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ ;

(চ) যোগাযোগের সুবিধা এবং এই সঙ্গে রাস্তা ,সড়ক ,পায়ে চলার পথ ,ব্রিডল-পথ ,এরোড্রাম ,এবং খাল ও নালা তৈয়ারী এবং এইগুলির পরিবর্তন ও সংস্কারের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ ;

(ছ) খোলা জায়গা, জাতীয় উদ্যান, প্রাকৃতিক সংরক্ষণাগার, বন এবং বন উদ্যান এর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ ;

(জ) কর্পোরেশন বা ভূমির মালিক বা ভূমির মালিকগণের অনুপস্থিতিতে কর্পোরেশন কর্তৃক ভূমি সমতলকরণ বা ভূমিতে চাষাবাদ , বনায়ন বা উদ্ভিদ রোপণ এবং খাদ্যশস্য ,ফলমূল ,শাকসবজি ,জ্বালানি ,গবাদিপশুর খাদ্য এবং অনুরূপ অন্যান্য জিনিস উৎপাদনের জন্য কোন ভূমি উঁচুনিচুকরণ বা পুনরুদ্ধার এবং সেচ উপকরণ ও সেচনালার ব্যবস্থা ;

(ঝ) নালা-নর্দমা তৈয়ারী ,পানি সরবরাহ ,সড়কবাতি স্থাপন এবং গ্রাম ,বাড়িঘর ও বাজারের পয়ঃব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

(ঞ) তেলের নালা-নর্দমা অধ্যুষিত স্থান এবং অস্বাস্থ্যকর এলাকার উন্নয়নের লক্ষ্যে নালা-নর্দমা এবং পয়ঃপ্রণালির ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ট) মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগির খামার, পশুপালন খামার, গবাদীপশু উৎপাদন খামার, ভেড়া পালন খামার ,মৌমাছি চাষ এবং এইরূপ অন্যান্য খামার-এর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ ;

(ঠ) জনহিতকর কার্যক্রম ,গ্রামীণ ব্যবসা ,কারুশিল্প ,শিল্প এবং কৃষি কারবার প্রতিষ্ঠা, ব্যবস্থাপনা ,সংরক্ষণ এবং উৎসাহ প্রদান ;

(ড) কার্যক্রম, কর্মসূচি ও প্রকল্প এলাকার উন্নয়ন ও অগ্রগতির সুযোগ সৃষ্টির জন্য পরিকল্পিত সকল কাজ সম্পাদন; এবং

(ঢ) ভূমি সমতলকরণ, চাষ ,খালনালা তৈয়ারী ও নলকূপ বসানোর জন্য, প্রাণি সম্পদ, কৃষি সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ,বীজ ক্রয়ের জন্য এবং কৃষি কাজের সহায়ক যে কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এবং ঘর ,গুদাম ও গবাদিপশুর ঘর নির্মাণের জন্য

প্রয়োজনীয় সার্বিক মূলধন বা মূলধনের অংশবিশেষের সুদ ,পরিপূরক তহবিল এবং কর্মসূচি বা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত শর্তাবলির ভিত্তিতে কর্মসূচি বা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত ভূমির মালিক ,দখলদার বা নাগরিকদের জন্য ঋণ সরবরাহ;

৩০। কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্পের নোটিশ এবং দলিলপত্র সরবরাহ।—

(১) ধারা ২৯-এ যেইভাবে বর্ণিত হইয়াছে সেইভাবে এই ধরনের কোন কার্যক্রম, কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্প প্রস্তুত করিতে হইলে কর্পোরেশন নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বর্ণনা করিয়া নোটিশ তৈয়ারী করিবেন:

(ক) কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্প প্রস্তুত করিবার তথ্য ;

(খ) কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত এলাকার সীমানা ;

(গ) যেই এলাকার কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্পের বিবরণী এবং অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত ভূমি সম্পর্কিত বক্তব্য প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং যেই এলাকার জন্য উন্নয়ন ফি হিসাবে অর্থ ধার্যের প্রস্তাব করা হইয়াছে সেই এলাকা পরিদর্শন এবং এলাকার একটি সাধারণ ম্যাপ যথাসময়ে প্রদর্শন করা যাইতে পারে।

(২) এই পর্যায়ে কর্পোরেশন নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করিবে :

(ক) আপত্তি গ্রহণের জন্য ত্রিশ দিনের কম হইবে না এইরূপ সময়সীমা উল্লেখ করিয়া সরকারি আদেশে বা স্থানীয় খবরের কাগজ বা কাগজসমূহে উক্ত নোটিশ সপ্তাহে একবার করিয়া পরপর তিন সপ্তাহে প্রকাশের ব্যবস্থা করিবে; এবং

(খ) বিজ্ঞপ্তির কপি জেলা প্রশাসক, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং বাংলাদেশ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভা আদেশ ১৯৭৩) এর আওতায় গঠিত ইউনিয়ন পরিষদের নিকট পাঠাইবে এবং নিজ এলাকার নিয়ন্ত্রণকারী হিসাবে জেলা প্রশাসক, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদকে সংশ্লিষ্ট কোন আবেদন ,মন্তব্য বা পরামর্শ প্রস্তুত করিয়া নোটিশ প্রাপ্তির ছয় সপ্তাহের মধ্যে কর্পোরেশনের নিকট প্রেরণের অনুরোধ জানাইবে।

(৩) উপধারা (১)এর (গ) দফায় বর্ণিত দলিলপত্রের কপিসমূহ নির্ধারিত ফি পরিশোধের ভিত্তিতে যে কোন আবেদনকারীর নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৩১। প্রস্তাবিত ভূমি অধিগ্রহণ বা উন্নয়ন ফির লেভি বিষয়ক নোটিশ।—

(১) কর্পোরেশন এই অধ্যায়ে কোন কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্পের পরিপ্রেক্ষিতে ৩০ ধারার আওতায় কোন নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ত্রিশ দিনের মধ্যে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গকে উদ্দেশ্য করিয়া নোটিশ জারি করিবে-

(ক) কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্প বাস্তবায়নে যথাযথ অনুসন্ধানের পর কর্পোরেশন যেই স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ করিতে প্রস্তাব করিয়াছে বা যেই স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে উন্নয়ন ফি ধার্য করা হইয়াছে সেই স্থাবর সম্পত্তির মালিক বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছে এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি;

(খ) কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্প বাস্তবায়নে কর্পোরেশন যেই এলাকা বা ভূমি অধিগ্রহণ করিতে প্রস্তাব করিয়াছে সেই এলাকা বা ভূমির দখলদার বা নাগরিক (যাহার নাম উল্লেখ করিবার প্রয়োজন হইবে না)।

(২) এইরূপ নোটিশে-

(ক) বর্ণনা থাকিবে যে ,এই অধ্যায়ে বর্ণিত কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এইরূপ ভূমি অধিগ্রহণ এবং এইরূপ ভূমির পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়ন ফি আদায় করিবার প্রস্তাব করিবে;

(খ) এমন ব্যক্তির কথা বলা থাকিবে যিনি নোটিশ জারির ত্রিশ দিনের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তির এইরূপ অধিগ্রহণ বা উন্নয়ন ফি আদায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে তাহা যক্তিযুক্তভাবে শুনানীর জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে।

(৩) এইরূপ প্রত্যেক নোটিশ চেয়ারম্যান কর্তৃক বা চেয়ারম্যানের আদেশে স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

৩২। প্রকল্প পরিত্যাগ বা সরকারের নিকট প্রকল্প অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন।—

(১) যথাক্রমে ৩০ ধারার (২) উপধারার (ক) ও (খ) দফায় এবং ৩১ ধারার (২) উপধারার (খ) দফায় বর্ণিত সময়সীমা অবসানের পর কর্পোরেশন উক্ত ধারা ,উপধারা এবং দফার আওতায় গৃহীত যে কোন আপত্তি বা অভিযোগ বিবেচনা করিবেন এবং যে সকল ব্যক্তি তাহাদের আপত্তি ও অভিযোগ দায়ের করিতে ইচ্ছুক সেই সকল ব্যক্তি বা তাহাদের প্রতিনিধিদের আপত্তি ও অভিযোগ এর বিষয়ে শুনানির পর কর্পোরেশন কর্মসূচি বা প্রকল্প পরিত্যাগ করিবেন বা কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য করিলে যদি কোন সংশোধনী থাকে তাহা হইলে সেই সংশোধনীসহ কর্মসূচি বা প্রকল্প অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট উপস্থাপন করিবেন।

(২) উপধারা (১) এর আওতায় সরকারের নিকট পেশকৃত প্রত্যেক আবেদনে নিম্নোক্ত বিষয়াবলি থাকিবে:

(ক) পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা এবং কর্মসূচি বা প্রকল্পের বিবরণ এবং এই কর্মসূচি বা প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ;

(খ) মূল কর্মসূচি বা প্রকল্পে কোন সংশোধনের বিষয় থাকিলে সেই সংশোধনের কারণ সম্পর্কিত বিবরণী ;

(গ) ৩০ ধারার আওতায় গৃহীত কোন আপত্তি এবং আবেদন থাকিলে সেই আপত্তি এবং আবেদন সম্পর্কিত বিবরণী ;

(ঘ) ৩১ ধারায় (২) উপধারার (খ) দফার আওতায় প্রস্তাবিত সম্পত্তি অধিগ্রহণ বা প্রস্তাবিত উন্নয়ন ফি আদায়ের ব্যাপারে ব্যক্তিবর্গের আপত্তি থাকিলে তাহাদের নামের তালিকা এবং এই সকল আপত্তির কারণ সম্পর্কিত বিবরণী ;এবং

(ঙ) কর্মসূচি বা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য যেই সকল ব্যক্তির উদ্বাস্তু হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেই সকল ব্যক্তির পুনর্বাসনের

জন্য কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত বা গ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিবরণ।

৩৩। কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্প অনুমোদন ,বাতিল বা ফেরত দেওয়ার ক্ষমতা।—

(১) সরকার ৩২ ধারার আওতায় সরকারের নিকট উপস্থাপিত কোন কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্প সংশোধনীসহ বা সংশোধনী ব্যতীত অনুমোদন করিবে বা নাকচ করিবে বা পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠাইবে।

(২) উপধারা (১) আওতায় পুনর্বিবেচনার জন্য প্রেরিত কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্প কর্পোরেশন কর্তৃক সংশোধিত হইলে কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্প পুনরায় প্রকাশিত হইতে হইবে। কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্পের এই পুনঃপ্রকাশ যেই সকল ক্ষেত্রে কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত এলাকার সীমানা কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্প সংশোধনের ফলে পরিবর্তিত হইয়াছে সেই সকল ক্ষেত্রে বা কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্পের এই পুনঃপ্রকাশ কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্প সংশোধনের ফলে অধিগ্রহণের জন্য পূর্বে প্রস্তাবিত হয় নাই এইরূপ যেই ভূমির অধিগ্রহণ সংঘঠিত হইয়াছে সেই ভূমির ক্ষেত্রে বা কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্পের এই পুনঃপ্রকাশ যেই ভূমির জন্য উন্নয়ন ফি পূর্বে বাধ্যতামূলক বলিয়া প্রস্তাবিত হয় নাই সেই ভূমির উন্নয়ন ফির লেভির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৩৪। কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্প অনুমোদনের প্রজ্ঞাপন।—

(১) এই আইনের আওতায় সরকার কোন কার্যক্রম কর্মসূচি বা প্রকল্প অনুমোদন করিলে এই অনুমোদনের বিষয়টি সরকারি আদেশ বা প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রকাশ করা হইবে এবং কর্পোরেশন সঙ্গে সঙ্গে কর্মসূচি বা প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু করিবে।

(২) কোন কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে উপধারা (১) আওতায় কোন আদেশ বা প্রজ্ঞাপন এই মর্মে চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবে যে, কার্যক্রম কর্মসূচি বা প্রকল্প যথাযথভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছে ,অনুমোদিত হইয়াছে এবং এইরূপ কার্যক্রম কর্মসূচি বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে কোনরূপ আইনগত প্রশ্নের অবকাশ থাকিবে না।

৩৫। অনুমোদনের পর কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্প পরিবর্তন।—

এই অধ্যায়ের আওতায় কার্যক্রম, কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্প সরকার কর্তৃক অনুমোদন এবং বাস্তবায়নের মধ্যকার যে কোন সময়ে উহা কর্পোরেশন কর্তৃক পরিবর্তিত হইতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে।—

(ক) যদি কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্প বাস্তবায়নের নিট প্রাক্কলিত ব্যয়ের চাইতে কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্প পরিবর্তনের ব্যয় এক কোটি টাকার বেশি হয় বা উপর্যুক্ত নিট প্রাক্কলিত ব্যয়ের শতকরা ১০% হারের চাইতে বেশি হয়, এই দুইয়ের মধ্যে যাহাই কম হউক না কেন তাহার কোনটিতেই সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্প পরিবর্তন করা যাইবে না; বা

(খ) যদি কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্পের এইরূপ পরিবর্তনের চুক্তি ছাড়া অন্য কোনভাবে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয় নাই এইরূপ ভূমির অধিগ্রহণ হয়, বা পূর্বে বাধ্যতামূলক হয় নাই এইরূপ ভূমির উন্নয়ন ফির লেভি ধরা হয়, তাহা হইলে এই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী ধারায় বর্ণিত বিধানাবলি যেইভাবে প্রযোজ্য হইবে সেইভাবে উক্ত পরিবর্তিত কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্পের ভিত্তিতে অনুসরণ করিতে হইবে।

৩৬। সমন্বিত কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন এলাকার অন্তর্ভুক্তি।—

কর্পোরেশন এই আইনের আওতায় যেই এলাকার পরিপ্রেক্ষিতে কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্প প্রস্তুত করিয়াছে বা প্রস্তুতের জন্য প্রস্তাব করিয়াছে এইরূপ এলাকা যে কোন সময়ে সমন্বিত কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে।

৩৭। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পূর্ত এবং পূর্তকর্ম হস্তান্তর।—

কর্পোরেশন কর্তৃক পরবর্তী সময়ে কোন কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্প বাস্তবায়িত হইলে কর্পোরেশন যেই স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ক্ষমতাধীনে কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত কোন নির্দিষ্ট এলাকায় কোন পূর্ত বা পূর্তকর্মের দায়িত্ব গ্রহণ বা সংরক্ষণ করা হয় সেই স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে লিখিত অযিযাচন করিতে পারিবে এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হস্তান্তর করিতে বাধ্য থাকিবে।

অধ্যায়-৭
অর্থ

৩৮। কর্পোরেশনের তহবিল।—

(১) এই আইনের আওতায় 'কর্পোরেশন তহবিল' নামে পরিচিত একটি তহবিল কর্পোরেশনে ন্যস্ত থাকিবে যাহা কর্পোরেশনে একক হিসাব শিরোনামাধীনে উপ হিসাবে সারাদেশে কৃষি উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যয় নির্বাহ এবং কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, সদস্য পরিচালক, কর্মকর্তা, উপদেষ্টা, পরামর্শক এবং কর্মচারির বেতন ও ভাতাদি প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হইবে।

(২) কর্পোরেশনের তহবিল নিম্নোক্ত বরাদ্দ, মঞ্জুরী, অনুদান, ঋণ, ফি ও অর্থ সমন্বয়ে গঠিত হইবে:

(ক) সরকারি বরাদ্দ ও মঞ্জুরী ;

(খ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ও ভর্তুকি;

(গ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঘ) সরকারের কর্তৃত্বাধীনে প্রচলিত বন্ডের বিক্রয়লব্ধ টাকা;

(ঙ) সরকারের বিশেষ বা সাধারণ অনুমোদনক্রমে কর্পোরেশন কর্তৃক সংগৃহীত ঋণ;

(চ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে সংগৃহীত বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ;
(ছ) কর্পোরেশন কর্তৃক সকল বিক্রয়লব্ধ অর্থ;
(জ) কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত ব্যাংক হিসাবে অর্জিত সকল সুদ;
(ঝ) কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন ফিসহ সকল ফি; এবং
(ঞ) কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত বা অর্জিত অন্য সকল অর্থ।

৩৯। উন্নয়ন ফি।—

(১) যখন এই আইনের আওতায় কোন কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্প বাস্তবায়নের পর্যায়ে কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্প এলাকার বাস্তবায়নে অপ্রয়োজনীয় কোন ভূমির মূল্য কর্পোরেশনের মতে বৃদ্ধি পাইবে বা তাহা কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্পের বাস্তবায়ন হইতে কোন উপকার লাভ করিবে তখন কর্পোরেশন কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্প প্রস্তুত করার সময় বা তাহার পরে যে কোন সময়ে সরকারের পূর্বানুমোদন লাভ করিয়া এই মর্মে শর্ত আরোপ করিতে পারিবে যে ভূমির মালিক বা ভূমির স্বত্ব ভোগকারী কোন ব্যক্তি কর্তৃক উন্নয়ন ফি পরিশোধ করিতে হইবে।

(২) কর্পোরেশন ৩৩ ধারার আওতায় কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্প বাস্তবায়নের পর যে কোন সময়ে এই মর্মে ঘোষণা দিতে পারিবে যে, উন্নয়ন ফির লেভির জন্য কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্প বাস্তবায়িত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং তখন হইতে উপধারা (৪) এর আওতায় প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্প উন্নয়ন ফি নির্ধারণের কাজ শুরু করিবে।

(৩) কর্পোরেশন কোন ভূমি বা ভূমি শ্রেণির ক্ষেত্রে উন্নয়ন ফি ধার্য করার লক্ষ্যে এমন উন্নয়ন ফির পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য কর্মসূচি বা প্রকল্প বাস্তবায়নে বা ব্যয়িতব্য প্রকৃত অর্থ এবং অর্থ ব্যয়ের দরুন যে পরিমাণ বা মাত্রায় ভূমি বা ভূমিখন্ড উন্নয়ন হইবে সেই পরিমাণ বা মাত্রা বিবেচনার মধ্যে আনিবে।

(৪) সরকার কিংবা সরকারের অনুমোদনক্রমে কর্পোরেশন নিম্নলিখিত বিষয়ে বিধিমালা প্রণয়ন করিবে:
(ক) যেই পদ্ধতিতে কার্যক্রম, কর্মসূচিবা প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত ভূমির উন্নয়ন ফির অর্থ নির্ধারণ ও বণ্টন করা হইবে সেই পদ্ধতি এবং যেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক ফি প্রদত্ত হইবে সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিষয় ;
(খ) ভূমির মালিক বা ভূমির স্বত্বভোগকারী কোন ব্যক্তির তাৎক্ষণিক উন্নয়ন ফি পরিশোধের স্থলে কর্পোরেশন কর্তৃক সন্তোষজনক এবং জামানত গ্রহণের বিষয় ;
(গ) যেই পদ্ধতিতে উন্নয়ন ফি আদায় করা হইবে সেই পদ্ধতি ,অনুমোদনীয় কিস্তির পরিমাণ ,সময়ে সময়ে অনাদায়ী উদ্বৃত্ত অর্থের উপর ধার্য করা যাইবে এমন সুদ সম্পর্কে ;এবং
(ঘ) কর্পোরেশন কর্তৃক উন্নয়ন ফি নির্ধারণ করার চাইতে আপিলের প্রতি অগ্রাধিকার প্রদানের পদ্ধতি এবং যেই কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল উপস্থাপিত হইবে সেই কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে।

৪০। অন্যান্য ফি এবং অর্থ।—

কর্পোরেশন সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিয়া কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্প এলাকা বা উহার কোন অংশে আদায়ের জন্য কোন ফি বা অন্য কোন প্রকারের অর্থ ধার্য করিতে পারিবে এবং এই ফি বা অর্থ এই আইনের আওতায় বা আইন কর্তৃক কর্পোরেশনের উপর আরোপিত দায়িত্বাবলী সম্পাদনের ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যবহৃত হইবে।

৪১। সহায়ক অনুদান। —

(১) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সরকারি সিদ্ধান্ত ও অনুমোদনক্রমে কর্পোরেশনকে অনুদান প্রদান করিতে পারিবে।
(২) কর্পোরেশন কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানীর নিকট হইতে অনুদান গ্রহণ করিতে পারিবে।

৪২। কর্পোরেশনের ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা।—

কর্পোরেশন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ঋণ আইন, ১৯১৪ এর অধীনে ঋণ গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত আইনের আওতায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই আইনের আওতায় কোন কর্মসূচি বা প্রকল্প প্রস্তুত বা বাস্তবায়ন সেই ধরনের কাজ বলিয়া গণ্য হইবে যাহা এইরূপ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বৈধভাবে সম্পাদন করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

৪৩। তহবিলের হেফাজত এবং তহবিল বিনিয়োগ।—

(১) কর্পোরেশন কোন ট্রেজারি, সাব-ট্রেজারি বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন ব্যাংকে টাকা গচ্ছিত রাখিতে পারিবে।
(২) উপধারা (১) এ উল্লেখিত কোন কিছুই ট্রাস্ট আইন, ১৮৮২-এর ২০ ধারায় বর্ণিত কোন জামানতের আকারে তাৎক্ষণিক ব্যয়ের জন্য প্রয়োজন নয় এইরূপ অর্থ বিনিয়োগ বা সেই অর্থ সরকার অনুমোদিত কোন ব্যাংকে স্থায়ী আমানতরূপে ন্যস্ত করা হইতে কর্পোরেশনকে বিরত করিবে বলিয়া গণ্য হইবে না।

৪৪। বাজেট।—

কর্পোরেশন উহার সকল প্রকল্প, কর্মসূচি, কার্যক্রমসহ কেন্দ্রিয়ভাবে বার্ষিক বাজেট প্রাক্কলন করিবে এবং উক্ত প্রাক্কলিত বাজেট যথাসময়ে সরকারের নিকট উপস্থাপন করিবে। সরকার প্রয়োজন অনুযায়ী উক্ত বাজেট সংশোধন করিতে পারিবে।

অধ্যায়-৮
বিধি, প্রবিধি এবং প্রজ্ঞাপন

৪৫। বিধিমালা তৈয়ারীর ক্ষমতা।—

(১) সরকার এই আইনের বিধানাবলি কার্যকর করার লক্ষ্যে গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিধিমালা তৈয়ারী করিতে পারিবে;
(২) পূর্ববর্তী ক্ষমতার সাধারণ অর্থের কোনরূপ ক্ষতি না করিয়া এইরূপ বিধিমালায় নিম্নোক্ত বিষয়াবলির উল্লেখ থাকিবে:

(ক) সরকার কর্তৃক কর্পোরেশনের কাজের নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন ;

(খ) অনুমোদিত বাজেটের অন্তর্ভূক্ত তহবিলের পুনর্বরাদ্দ ;

(গ) কর্পোরেশন, প্রশাসন এবং উন্নয়ন কাজে নিয়োজিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও কর্তৃপক্ষ এবং 'বাংলাদেশ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভা) আদেশ, ১৯৭৩' বা বর্তমানে বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীনে গঠিত স্থানীয় পরিষদের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষণ ;

(ঘ) প্রকল্প পরিচালকদের ক্ষমতা ; এবং

(ঙ) এই আইনের বিধানাবলির মাধ্যমে নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়।

৪৬। প্রবিধানমালা তৈয়ারীর ক্ষমতা।—

(১) কর্পোরেশন এই আইন বা বিধিমালার আওতায় সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এই আইনের উদ্দেশ্যাবলি সম্পাদনের জন্য প্রবিধানমালা তৈয়ারী করিতে পারিবে।

(২) পূর্ববর্তী ক্ষমতার সাধারণ অর্থের কোনরূপ ক্ষতি না করিয়া এইরূপ প্রবিধানমালায় নিম্নোক্ত বিষয়াবলির উল্লেখ থাকিবে:

(ক) কোন নির্দিষ্ট বিষয় বা বিষয়াবলি বিবেচনার জন্য কমিটি গঠন ;

(খ) কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থ বিনিয়োগ ;

(গ) পর্ষদের সভা ;

(ঘ) কর্পোরেশন কর্তৃক উহার কর্মসূচি বা প্রকল্পের নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন নিশ্চিতকরণের পদ্ধতি ;

(ঙ) কর্পোরেশনের কর্মকর্তা কর্মচারিদের চাকরির শর্তাবলি নির্ধারণ ;

(চ) কর্পোরেশনের তহবিল পরিচালনা ও ব্যয় পদ্ধতি ; এবং

(ছ) প্রবিধানমালার সাহায্যে সম্পাদনের লক্ষ্যে এই আইনের বিধানাবলির জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়।

৪৭। নোটিশ বা বিলে স্বাক্ষর মোহরাঙ্কিতকরণ।—

এই আইনের আওতায় কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যেক নোটিশ বা বিল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান বা চেয়ারম্যানের দ্বারা বিশেষ বা সাধারণভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন সদস্য পরিচালক, কর্মকর্তা, কর্মচারি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে এবং এইরূপ নোটিশ বা বিল যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে যদি এইরূপ নোটিশ বা বিলে চেয়ারম্যান বা সদস্য পরিচালক বা কর্মকর্তা বা কর্মচারির নমুনা স্বাক্ষর মোহারাঙ্কিত বা মুদ্রিত থাকে।

৪৮। গণবিজ্ঞপ্তি প্রদানের পদ্ধতি।—

এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে এই আইনের আওতায় প্রয়োজনীয় প্রত্যেক গণবিজ্ঞপ্তি কোন কোন স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে বা সাধারণত যেইভাবে কর্পোরেশনের সভাসমূহ অনুষ্ঠিত হয় সেইভাবে জনসাধারণের অবহিতি ও প্রদর্শনের নিমিত্ত নোটিশ বোর্ডে লাগাইয়া দেওয়া হইলে যথাযথভাবে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

৪৯। নোটিশ জারি।—

(১) এই আইনের আওতায়, গণবিজ্ঞপ্তি ব্যতিত, জারীকৃত প্রত্যেক নোটিশ এবং বিল অন্যরূপ নির্দেশনা না থাকিলে নিম্নোক্তভাবে জারি বা প্রদত্ত হইবে :

(ক) নোটিশ প্রদান বা বিল দাখিলের মাধ্যমে বা প্রাপক হিসাবে যাঁহার ঠিকানা লেখা হইয়াছে তাঁহাকে রেজিস্ট্রিকৃতভাবে প্রেরণের মাধ্যমে ; বা

(খ) যদি এই ধরনের ব্যক্তিকে না পাওয়া যায় তাহা হইলে জানামতে তাঁহার সর্বশেষ বাসস্থানে নোটিশ বা বিল রাখিয়া আসার মাধ্যমে বা তাঁহার সঙ্গে বসবাস করে এমন নিজ পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যের নিকট বা তাঁহার পরিবারের গৃহকর্মীর নিকট নোটিশ প্রদান বা দাখিল করার মাধ্যমে বা নোটিশ বা বিলের সাথে সম্পর্কিত ভবন বা ভূমির কোন দৃশ্যমান অংশে এই নোটিশ বা বিল লটকাইয়া দেওয়ার মাধ্যমে।

(২) যখন কোন নোটিশ এই আইনের আওতায়, যেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেই ক্ষেত্রে কোন ভবন বা ভূমির মালিক, দখলদার বা নাগরিকের উপর জারি করার প্রয়োজন হয় তখন সেই ভবনের বা ভূমির মালিক, দখলদার বা নাগরিকের নামের উল্লেখ করা প্রয়োজন হইবে না এবং নোটিশ জারি এই আইনের আওতায় অন্য কোথাও বিশেষভাবে নির্দেশিত ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত যে কোন মাধ্যমে কার্যকর হইবে:

(ক) মালিক, দখলদার বা নাগরিকের নিকট নোটিশ প্রদান বা দাখিল করার মাধ্যমে বা ডাকে প্রেরণ করার মাধ্যমে বা একাধিক মালিক, দখলদার বা নাগরিক হইলে তাহাদের যে কোন একজনের নিকট প্রদান বা দাখিল বা ডাকে প্রেরণ করার মাধ্যমে ; বা

(খ) যদি এই ধরনের মালিক, দখলদার বা প্রজা পাওয়া না যায় তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে বসবাস করে এমন নিজ পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যের নিকট বা তাহার পরিবারের গৃহকর্মীর নিকট প্রদান বা দাখিল করার মাধ্যমে বা নোটিশ বা বিলের সাথে সম্পর্কিত ভবন বা ভূমির কোন দৃশ্যমান অংশে নোটিশ বা বিল লটকাইয়া দেওয়ার মাধ্যমে।

(৩) যেই মুহূর্তে যেই ব্যক্তির উপর নোটিশ বা বিল জারি করা হইবে তখন তিনি যদি নাবালক হন তাহা হইলে তাহার অভিভাবক বা তাহার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে বসবাস করে এমন নিজ পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যের উপর বা তাহার পরিবারের গৃহকর্মীর উপর এই নোটিশ বা বিল জারি অপ্রাপ্তবয়স্ক বা নাবালকের উপর নোটিশ বা বিল জারি বলিয়া গণ্য হইবে।

৫০। আইন বা বিজ্ঞপ্তি অগ্রাহ্য করা।—

এই আইন বা আইনের অধীন প্রদত্ত নোটিশের আওতায় জনগণ বা জনগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি কিছু করা বা না করার

জন্য আদিষ্ট হইলে জনগণ বা সেই ব্যক্তি যদি এই ধরনের আদেশ পালন করিতে অপারগ হন তাহা হইলে জনগণ বা সেই ব্যক্তি, এই অস্বীকৃতি আইনের অন্য কোন ধারার আওতায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ না হইলেও, একজন ম্যাজিস্ট্রেটের দন্ডাদেশ ভিত্তিতে এই ধরনের প্রতিটি অস্বীকৃতির জন্য অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকার জরিমানা এবং বার বার এই ধরনের আদেশ অমান্য করার ক্ষেত্রে যেই সর্বশেষ দন্ডাদেশ সময়ে অপরাধী আদেশ অমান্যকরণে অটল থাকিয়াছেন বলিয়া প্রমাণিত হয় সেই সর্বশেষ দন্ডাদেশ তারিখের পর প্রত্যেক দিবসের জন্য পঞ্চাশ টাকা অতিরিক্ত জরিমানা দিতে বাধ্য থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, যেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন কাজ করিতে হইবে সেই নির্দিষ্ট সময় যদি নোটিশে নির্ধারিত থাকে এবং এই আইনে কোন সময় যদি নির্ধারিত না থাকে তাহা হইলে এই বিষয় যেই সময় নির্ধারণ করা হইয়াছে সেই সময় এই আইনের যেই ব্যাখ্যা প্রকাশ পাইতেছে সেই অনুযায়ী ন্যায়সংগত কিনা তাহা স্থির করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ন্যস্ত থাকিবে।

৫১। নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি অগ্রাহ্য করার পরিপ্রেক্ষিতে কর্পোরেশনের কাজ সম্পাদনের ক্ষমতা।—

এই আইনের আওতায় সরকারি বা বেসরকারি কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন কাজ সম্পাদন করিতে বা কোন কাজ হইতে বিরত থাকিতে কর্পোরেশন নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিলে এবং এইরূপ ব্যক্তি নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী কাজ করিতে ব্যর্থ হইলে কর্পোরেশন এইরূপ কাজের বাস্তবায়ন, ব্যবস্থা গ্রহণ বা সম্পাদনের সুযোগ গ্রহণ করিবে এবং এইরূপ কাজের জন্য ব্যয়িত সকল অর্থ উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে আদায় করিবে।

৫২। মালিকের খাজনা অনাদায়ে দখলদারের খাজনা আদায়ের বাধ্যবাধকতা।—

(১) যেই ব্যক্তির প্রতি ৫১ ধারায় উল্লেখিত নোটিশ প্রদান করা হইয়াছে তিনি যদি যেই সম্পত্তির প্রেক্ষিতে এই নোটিশ প্রদান করা হইয়াছে সেই সম্পত্তির মালিক হন তাহা হইলে কর্পোরেশন (এইরূপ মালিকের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা বা অন্য প্রকারের কার্যক্রম গ্রহণ করা হউক বা না হউক) এইরূপ মালিকের অধীন সম্পত্তি বা সম্পত্তির কোন অংশের দখলদার বা জমির মালিক হিসাবে যদি কোন ব্যক্তি থাকেন তাহা হইলে সেই দখলদার বা জমির মালিককে ৫১ ধারার আওতায় সেই ব্যক্তি কর্তৃক মালিককে প্রদেয় ভাড়া কিংবা খাজনা মালিককে না দিয়া কর্পোরেশনকে পরিশোধ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করিবে। এইরূপ ভাড়া কিংবা খাজনা মালিকের নিকট থেকে আদায়যোগ্য খাজনার সমপরিমাণ হইবে এবং কর্পোরেশনের নিকট দখলদার বা জমির মালিকের এইরূপ ভাড়া কিংবা খাজনা পরিশোধ সম্পত্তির মালিকের খাজনা পরিশোধ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) উপধারা (১) এর আওতায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে কিনা এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার লক্ষ্যে কর্পোরেশন সম্পত্তির দখলদার বা জমির মালিককে তাঁহার নিজের দ্বারা এইরূপ সম্পত্তির খাজনা হিসাবে প্রদেয় অর্থের ব্যাপারে এবং যাহাকে এই অর্থ প্রদান করা হইবে তাহার নাম এবং ঠিকানা সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করিতে বলিবে এবং দখলদার বা জমির মালিক এইরূপ তথ্য প্রদান করিতে না চাহিলে মালিক যেইরূপ খাজনা হিসাবে অর্থ প্রদান করিতে বাধ্য থাকেন তিনিও সেইরূপ মালিকের ন্যায় সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান করিতে বাধ্য হইবেন।

৫৩। মালিক কর্তৃক কার্যসম্পাদনের ব্যর্থতায় দখলদারের কার্যসম্পাদনের অধিকার।—

এই আইনের আওতায় গৃহ বা ভূমির মালিক কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে উক্ত গৃহ বা ভূমির মালিক ব্যর্থ হইলে এইরূপ গৃহ বা ভূমির দখলদার বা প্রজা কর্পোরেশনের লিখিত অনুমোদনক্রমে উপর্যুক্ত প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদনের সুযোগ পাইবেন এবং সেই কার্য সম্পাদনের ব্যয় মালিক বহন করিবেন বা এইরূপ ব্যয় দখলদার বা প্রজা কর্তৃক সময়ে সময়ে মালিককে প্রদেয় খাজনা হইতে কর্তন করা হইবে।

৫৪। দখলদার কর্তৃক কার্য সম্পাদনের বিরোধিতার ক্ষেত্রে গৃহীত কার্যক্রম।—

(১) যদি এই আইনের আওতায় প্রদত্ত নোটিশ অনুসারে গৃহ বা ভূমির ক্ষেত্রে গৃহ বা ভূমির মালিকের কোন ব্যবস্থা নেওয়ার ইচ্ছা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর দখলদার বা প্রজা এইরূপ মালিককে উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে না দেন তাহা হইলে মালিক ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) ম্যাজিস্ট্রেট মালিক কর্তৃক এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণে দখলদার বা প্রজার বিরোধিতার প্রমাণ পাওয়ার পর নোটিশ অনুযায়ী প্রয়োজন অনুসারে এইরূপ গৃহ বা ভূমি সংক্রান্ত কার্য সম্পাদনের জন্য মালিককে ন্যায়সংগত সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য দখলদার বা প্রজাকে লিখিতভাবে নির্দেশ দিবেন এবং ম্যাজিস্ট্রেট উপযুক্ত বলিয়া মনে করিলে মালিককে এইরূপ আবেদন বা আদেশ সংক্রান্ত ব্যয় পরিশোধের জন্য দখলদার বা প্রজাকে নির্দেশ প্রদান করিবেন।

(৩) যদি ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের তারিখ হইতে আট দিন অতিবাহিত হওয়ার পর দখলদার বা প্রজা এইরূপ কার্য সম্পাদনে মালিককে অব্যাহতভাবে বিরোধিতা করিতে থাকেন, তাহা হইলে দখলদার বা প্রজা যতদিন এইরূপ বিরোধিতা করিতে থাকিবেন ততদিন দৈনিক পাঁচ হাজার টাকা হারে জরিমানা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৪) প্রত্যেক মালিক, দখলদার বা প্রজার এইরূপ বিরোধিতা চলাকালীন সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থতার কারণে অভিযুক্ত হইতে পারেন এইরূপ যে কোন দন্ড হইতে অব্যাহতি লাভ করিবেন।

৫৫। দখলদার কর্তৃক কার্যসম্পাদন সংক্রান্ত ব্যয়ের অর্থ আদায়।—

যখন এই আইনের আওতায় প্রদত্ত নোটিশ অনুযায়ী গৃহ বা ভূমির দখলদার বা প্রজা যেই ধরনের কাজ এইরূপ গৃহ বা ভূমির মালিক প্রজাস্বত্ব চুক্তি অনুযায়ী বা আইনের মাধ্যমে সম্পাদনের জন্য দায়দায়িত্ব বহন করেন সেই ধরনের কাজ সম্পাদন করেন তখন সেই দখলদার বা প্রজা মালিককে প্রদেয় খাজনা হইতে কর্তনের মাধ্যমে বা অন্য কোনোভাবে এইরূপ কার্য সম্পাদনের ন্যায়সংগত ব্যয় মালিকের নিকট হইতে আদায় করিবার যোগ্য বলিয়া গণ্য হইবেন।

৫৬। প্রতিনিধি বা অছির দায়মুক্তি।—

(১) কোন ব্যক্তি অছি হিসাবে বা কোন ব্যক্তি বা সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে অস্থাবর সম্পত্তির খাজনা গ্রহণ বা গ্রহণের যোগ্য হওয়ার কারণে এই আইনের আওতায় সম্পত্তির মালিকের উপর আরোপিত যে দায় পূরণের জন্য অর্থের প্রয়োজন সেই দায় পূরণে বাধ্য হইলে তিনি দায় পূরণের জন্য মালিকের পর্যাপ্ত তহবিল তাহার হাতে না থাকিলে সেই দায় পূরণে বাধ্য হইবেন না, তবে নিজ অবৈধ কাজ বা অন্য কোন প্রকারের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য এই নিয়ম প্রযোজ্য হইবে না।

(২) কোন প্রতিনিধি বা অছি এই ধারার আওতায় দায়মুক্তির অধিকার দাবি বা প্রতিষ্ঠা করিলে কর্পোরেশন তাঁহার হাতে মালিকের পক্ষে বা মালিকের ব্যবহারের জন্য অর্থ আসিলে উপর্যুক্ত দায় পূরণের বিষয়ে আবেদন করার জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিবে এবং এই ক্ষেত্রে প্রতিনিধি বা অছি নোটিশ অনুযায়ী কাজ করিতে ব্যর্থ হইলে প্রতিনিধি বা অছি এইরূপ দায় পূরণের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়দায়িত্ব বহন করিবেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

৫৭। বেড়া ইত্যাদি অপসারণের জন্য দন্ড।—

যদি কোন ব্যক্তি বৈধ কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে-

(ক) কোন দালান, দেওয়াল বা অন্য কোন বস্তু রক্ষা বা ঠেস দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত কোন বেড়া বা বাঁশ তুলিয়া ফেলেন বা কোন কাজ সম্পাদন করার লক্ষ্যে কর্পোরেশন কর্তৃক কোন রাস্তা বা ভূমির পৃষ্ঠভাগ উন্মুক্ত বা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে এইরূপ স্থানের কোন হালকা স্থাপনা অপসারণ করেন ; বা

(খ) প্রদত্ত কোন আদেশ লংঘণ করেন, যাতায়াতের জন্য কোন পথ বন্ধ করার লক্ষ্যে কর্পোরেশন কর্তৃক লাগানো কোন খিল, চেইন বা খুঁটি সরাইয়া ফেলেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা দিতে বা অনধিক ছয় মাস কারাবাসের শাস্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

৫৮। ঠিকাদারকে বাধা প্রদান বা কোন চিহ্ন অপসারণের দন্ড।—

যদি কোন ব্যক্তি—

(ক) এই আইনের আওতায় যেই ব্যক্তির সঙ্গে কর্পোরেশন চুক্তি করিয়াছে বা নির্দিষ্ট কাজ সম্পদান বা বাস্তবায়নের জন্য যেই ব্যক্তির সঙ্গে অঙ্গিকারনামা সম্পাদন করিয়াছে সেই ব্যক্তির জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন বা তাহাকে নিপীড়িত করেন; বা

(খ) এই আইনের আওতায় অনুমোদিত কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কোন লেভেল বা দিক নির্দেশ করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত কোন চিহ্ন অপসারণ করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা দিতে বা অনধিক ছয় মাস কারাবাসের শাস্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

৫৯। জবরদখলকারী বা অনুপ্রবেশকারীর ক্ষেত্রে কর্পোরেশনের ক্ষমতা।—

কর্মসূচি বা প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত কোন ভূমি বা কর্পোরেশনের মালিকানাধীন বা কর্পোরেশনের নিকট ন্যস্ত অন্য কোন ভূমির মালিকানা বা অধিকার ভোগ করিতেছেন না এমন কোন ব্যক্তি সেই ভূমির মালিকানা গ্রহণ করিয়াছেন বা মালিক হইয়াছেন বলিয়া চেয়ারম্যান নিশ্চিত হইলে চেয়ারম্যান বা তাঁহার দ্বারা বর্তমান ক্ষমতার অতিরিক্ত অন্য কোন ক্ষমতাসহ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি প্রয়োজনীয় তাৎক্ষণিক ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া ভূমিতে পুনঃপ্রবেশ করিতে পারিবেন বা ভূমি পুনর্দখল করিতে পারিবেন বা সংশ্লিষ্ট কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্পোরেশনের পক্ষে ভূমির সকল শস্য, গাছপালা এবং ভবন-স্থাপনাদির মালিকানা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৬০। অননুমোদিত চাষাবাদ ইত্যাদির জন্য দন্ড।—

কর্পোরেশনের লিখিত অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি যদি, -

(ক) কর্পোরেশনের মালিকানাধীন বা কর্পোরেশনের দখলে রহিয়াছে বা কোন প্রজাস্বত্ব বা কোন বরাদ্দকৃত আবাসিক বেস্টনীর অন্তর্ভূক্ত নয় বা কোন শহর বা গ্রামীণ জনসমষ্টি বা জনসমষ্টির অংশের সাধারণ কল্যাণের জন্য বা কোন রাস্তা, খাল বা নালার জন্য পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে এমন ভূমি চাষ করেন বা চাষের জন্য পরিষ্কার বা কাটিয়া- ছাটিয়া ঠিক করেন, বা

(খ) এই ধরনের ভূমির উপর কোন ভবন নির্মাণ করেন, বা ভবন নির্মানের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

(গ) এই ধরনের ভূমির উপর দন্ডায়মান গাছপালা কাটিয়া ভূপাতিত করেন বা অন্য কোনোভাবে নষ্ট করিয়া ফেলেন, বা

(ঘ) অন্য কোনোভাবে এই ধরনের ভূমির জবর দখল করেন, বা

(ঙ) এই ধরনের ভূমিতে কোন প্রকারের খনন কাজ করেন বা পানির নালা নির্মাণ করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে অনধিক ৬ মাস পর্যন্ত কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৬১। অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের অতিরিক্ত ক্ষমতা।—

৬০ ধারার আওতায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া কর্পোরেশন নিশ্চিত হইলে কর্পোরেশন উপর্যুক্ত ধারার আওতায় অপরাধীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পরিবর্তে, বা ঐ ধারার আওতায় অপরাধী অভিযুক্ত হইবার পর, -

(১) ধারা ৬০ এর (ক) দফার আওতায় কোন অপরাধের ক্ষেত্রে, এই আইনের লঙ্ঘনক্রমে জমিতে যেই শস্য চাষ করা হইয়াছে এবং যেই শস্য বাড়িয়া উঠিতেছে সেই শস্য বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবে বা শস্য কাটিয়া ফেলা হইলে অপরাধীর নিকট হইতে ফসলের মূল্য বাবদ নিরূপিত হইতে পারে এমন অর্থ আদায় করিতে পারিবেন ;

(২) ধারা ৬০ এর (গ) দফার আওতায় কোন অপরাধের ক্ষেত্রে ধ্বংসপ্রাপ্ত গাছপালার মূল্য বাবদ নিরূপিত হইতে পারে এমন অর্থ আদায় করিতে পারিবেন ;

(৩) ধারা ৬০ এর (খ), (ঘ) বা (ঙ) দফার আওতায় কোন অপরাধের ক্ষেত্রে ভবন বা ভূমির জবর দখল ধ্বংস করিয়া ফেলিবেন বা অপসারণ করিবেন বা কোন খননকাজ বা পানির নালা ভরাট করিয়া দিবেন এবং এইরূপ অন্যায় কাজের জন্য দায়ী ব্যক্তির নিকট হইতে শাস্তিস্বরূপ কাজের ব্যয়িত অর্থ 'সরকারী দাবী আদায় আইন ১৯১৩' অনুযায়ী আদায় করিবেন।

অধ্যায়-৯
অনুপূরক বিধানাবলি

৬২। চেয়ারম্যান, ইত্যাদি সরকারি কর্মচারি বলিয়া গণ্য হইবেন।—

কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, প্রত্যেক সদস্য পরিচালক, প্রত্যেক কর্মকর্তা এবং প্রত্যেক কর্মচারি বাংলাদেশ দন্ডবিধির ২১ ধারার যাহা বুঝানো হইয়াছে তাহার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া সরকারি কর্মচারি (Public Servant) বলিয়া গণ্য হইবেন।

৬৩। সরকারি চাকুরের ছুটি, ভাতা এবং পেনশনের ব্যাপারে কর্পোরেশন প্রদেয় চাঁদা।—

কর্পোরেশন প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নিয়োজিত যে কোন ব্যক্তি এবং কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, সদস্য পরিচালক, কর্মকর্তা বা কর্মচারি হিসাবে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের ছুটি, ভাতা, পেনশন প্রভৃতি পরিশোধের জন্য কর্পোরেশন দায়-দায়িত্ব বহন করিবে।

৬৪। অভিযোগ উত্থাপনের ক্ষমতা।—

এই আইনের আওতার অপরাধসমূহ আমলযোগ্য অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং অপরাধসমূহ ভ্রাম্যমান আদালতেও বিচার্য হইবে।

৬৫। প্রদেয় অর্থ আদায়।—

এই আইনের আওতায় বা এই আইনের মাধ্যমে সম্পাদিত চুক্তির অধীনে কোন প্রদেয় অর্থ আদায়ের জন্য চেয়ারম্যান বা চেয়ারম্যান কর্তৃক সাধারণ বা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি জেলা প্রশাসক এর নিকট আবেদন করিতে পারিবেন এবং জেলা প্রশাসক তখন 'সরকারি দাবী আদায় আইন, ১৯১৩' এর আওতায় অর্থ আদায়ের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৬৬। আইনগত কার্যক্রম ইত্যাদি প্রবর্তন এবং আইন-উপদেশ অর্জনের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানের ক্ষমতা।—

চেয়ারম্যান কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীনে তিনি নিজে বা তাঁর দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা —

(১) এই আইনের আওতায় আইনগত কার্যক্রম শুরু, প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিংবা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন ;

(২) এই আইন বিরোধী কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে তাহা মীমাংসা করিতে পারিবেন ;

(৩) এই আইনের আওতায় উত্থাপিত কোন দাবি মানিয়া নিতে পারিবেন, আপোষ করিতে পারিবেন বা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন ; এবং

(৪) চেয়ারম্যান সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় বা উপযুক্ত বলিয়া মনে করিলে বা কর্পোরেশন কর্তৃক নির্দেশিত হইলে বা এই ধারার পূর্ববর্তী দফায় উল্লেখিত যে কোন উদ্দেশ্য পূরণ করিবার জন্য বা কর্পোরেশনের যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারির উপর ন্যস্ত বা আরোপিত কোন ক্ষমতা বা দায়িত্বের আইনসঙ্গত প্রয়োগ বা সম্পাদন নিশ্চিত করার জন্য আইনগত মতামত বা পরামর্শ ও সহযোগিতা লাভ করিতে পারিবেন।

৬৭। কর্পোরেশনের আইনগত অব্যাহতি।—

এই আইনের আওতায় আইনসঙ্গতভাবে, সরল বিশ্বাসে ও যথাযথ মনোযোগ সহকারে সম্পাদিত কাজের ক্ষেত্রে কর্পোরেশন, কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, কোন সদস্য পরিচালক বা কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারির বিরুদ্ধে অথবা কর্পোরেশন বা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, কোন সদস্য পরিচালক বা কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারির নির্দেশাধীনে কর্মরত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন মামলা রক্ষণীয় (maintainable) হইবে না।

৬৮। কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে মামলা ইত্যাদির নোটিশ।—

(১) যে বিষয়ে প্রতিকার চাওয়া হইয়াছে তাহার প্রকৃতি, দাবিকৃত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ এবং দাবিদার বাদীর নাম ও বাসস্থানের ঠিকানা উল্লেখপূর্বক লিখিত নোটিশ, কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে উহার অফিসে এবং অন্য ক্ষেত্রে যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করা হইবে তাহার অফিস বা বাসস্থানে, প্রদানের পর হইতে পরবর্তী দুইমাস অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত এই আইনের আওতায় সম্পাদনের জন্য অভিপ্রেত কোন ক্ষেত্রে কর্পোরেশন, কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, কোন সদস্য পরিচালক, কোন কর্মকর্তা, কোন কর্মচারি কিংবা কর্পোরেশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান বা সদস্য পরিচালক বা কর্পোরেশনের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারির নির্দেশনাধীনে কর্মরত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা যাইবে না। যদি এইরূপ মামলা দায়ের করা হয়, সেই ক্ষেত্রে বাদীকে এই মর্মে বিবৃতি প্রদান করিতে হইবে যে, উক্তরূপ নোটিশ প্রদান করা হইয়াছে।

(২) ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে কর্পোরেশন বা উপধারা (১)-এ উল্লেখিত কোন ব্যক্তি, আদালতের নির্দেশে, বাদীর দাবী সংশোধন করিলে বাদীকে যেই পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে বলা হইয়াছে তাহার বেশি আদায় করা যাইবে না এবং এইরূপ ক্ষেত্রে বিবাদী বাদীর যাবতীয় ব্যয় পরিশোধ করিয়া দিবেন।

(৩) উপধারা (১)-এ যেই ব্যবস্থা গ্রহণ বর্ণিত হইয়াছে, যদি সেই ব্যবস্থা স্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য বা স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা ঘোষণার জন্য না হয়, সেই ক্ষেত্রে কারণ (cause of action) উদ্ভব হইবার পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে মামলা দায়ের করিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, যদি নোটিশ প্রদান অথবা মামলা বা কার্যধারার সূচনা বিলম্বিত হইবার কারণে মামলার উদ্দেশ্য ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা থাকে, সেই ক্ষেত্রে যেই মামলায় কেবল নিষেধাজ্ঞার প্রতিকার দাবী করা হইয়াছে সেই মামলায় এই ধারার কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

৬৯। কর্পোরেশন রেকর্ডপত্রের প্রমাণ পদ্ধতি।—

কর্পোরেশনের মালিকানাধীন কোন রসিদ, আবেদনপত্র, পরিকল্পনা, নোটিশ, আদেশ, রেজিস্টার বা অন্য কোন দলিলের কপি এইগুলির বৈধ রক্ষকের দ্বারা বা কর্পোরেশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা যথাযথভাবে সত্যায়ন করা হইলে তাহা প্রাথমিক সাক্ষ্য-প্রমাণ (prima facie evidence) হিসাবে গৃহিত হইবে এবং মূল রেকর্ড বা দলিল উপস্থাপিত হইলে যেইরূপ সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসাবে গণ্য হইত উক্তরূপে সত্যায়িত রেকর্ড ও দলিলপত্রও তদ্রুপ সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসাবে গণ্য হইবে।

৭০। দলিলপত্র উপস্থাপনে কর্পোরেশনের কর্মচারিদের তলব করার উপর বিধিনিষেধ।—

যেই রেজিস্টার বা দলিলের বিষয়বস্তু পূর্ববর্তী ধারার আওতায় সত্যায়িত কপির মাধ্যমে প্রমাণিত হইতে পারে, সেই রেজিস্টার বা দলিল উপস্থাপনের জন্য বা উক্ত রেজিস্টার বা দলিলে উল্লেখিত বিষয় বা লেনদেন প্রমাণ করার জন্য সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত থাকার জন্য কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, কোন সদস্য পরিচালক, কোন কর্মকর্তা বা কোন কর্মচারিকে, বিশেষ কারণে আদালতের আদেশ ব্যতিত, যেই আইনগত কার্যক্রমে কর্পোরেশন কোন পক্ষ নয় সেই আইনগত কার্যক্রমে তলব করা যাইবে না।

৭১। কাজ এবং কার্যক্রমের বৈধতা।—

(১) কেবল নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে এই আইনের আওতায় সম্পাদিত কোন কাজ বা গৃহীত কোন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে কোনোরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না;

(ক) পরিচালনা পর্ষদের কোন পদ খালি হইলে বা পরিচালনা পর্ষদের গঠনে কোনোরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিলে ; বা

(খ) সদস্য পরিচালক হিসাবে দায়িত্বের অবসান হইয়াছে এইরূপ ব্যক্তি কর্তৃক সদস্য পরিচালকের কাজ চালাইয়া নেওয়া হইলে ; বা

(গ) কোন ব্যক্তির উপর নোটিশ জারি করার জন্য ব্যর্থ হইলে যেই ক্ষেত্রে এইরূপ নোটিশ জারিতে ব্যর্থতার জন্য উল্লেখযোগ্য অবিচার হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা যায় না ; বা

(ঘ) কোন বিষয় বা ঘটনা বা মামলার গুণাগুণ (merit of the case) প্রভাবিত করে না এমন ত্রুটি-বিচ্যুতি বা বর্জন (omission) থাকিলে।

(২) ধারা ১০-এ যেইভাবে বর্ণিত হইয়াছে সেইভাবে যথানিয়মে কার্যবিবরণী স্বাক্ষরিত হইয়াছে পরিচালনা পর্ষদের এমন প্রত্যেক সভা যথাযথভাবে আহবান করা হইয়াছে এবং উহা সকল ত্রুটি-বিচ্যুতিমুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৭২। ক্ষতিপূরণ প্রদানে কর্পোরেশনের সাধারণ ক্ষমতা।—

কর্পোরেশন এই আইনে অন্যভাবে স্পষ্টরূপে বর্ণিত হয় নাই এইরূপ যে কোন ক্ষেত্রে এই আইনের আওতায় কর্পোরেশন বা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য পরিচালক বা কর্পোরেশনের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারির উপর যেই ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে তাহা প্রয়োগের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত কোন ব্যক্তিকে ন্যায়সঙ্গত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে পারিবে।

৭৩। কর্পোরেশনের সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জন্য ক্ষতিপূরণ।—

(১) এই আইনের আওতায় কোন ব্যক্তি কোন কাজ করা বা না করার (act or omission) কারণে দন্ডপ্রাপ্ত হইলে এবং এই কারণে কর্পোরেশনের কোন সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তাহাকে যে দন্ডই প্রদান করা হউক না কেন তাহা সত্বেও তিনি উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সম্পর্কে কোন বিরোধের ক্ষেত্রে যেই আদালত কর্তৃক তাহার উপর্যুক্ত অপরাধের জন্য শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে সেই আদালতের দ্বারা উক্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারিত হইবে।

(৩) এই ধারায় বর্ণিত ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদত্ত না হইলে সেই ক্ষতিপূরণ আদালত কর্তৃক পরোয়ানার মাধ্যমে এমনভাবে আদায় করা হইবে যেন উহা সেই আদালত কর্তৃক দায়ী ব্যক্তির উপর জরিমানা হিসাবে আদায় করা হইয়াছে।

অধ্যায়-১০
হিসাব ও নিরীক্ষা

৭৪। হিসাব ও নিরীক্ষা।—

(১) কর্পোরেশন বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর এই ধারায় মহাহিসাব নিরীক্ষক বলিয়া উল্লেখিত, এর সঙ্গে আলোচনাক্রমে সময়ে সময়ে প্রদত্ত সাধারণ নির্দেশনা অনুযায়ী এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে যথাযথ হিসাব ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক রেকর্ড সংরক্ষণ করিবেন এবং আয়-ব্যয় হিসাব ও উদ্বৃত্তপত্রসহ বার্ষিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করিবেন।

(২) কর্পোরেশনের হিসাব অন্তত এমন দুই জন নিরীক্ষকের দ্বারা নিরীক্ষিত হইতে হইবে যাহারা 'বাংলাদেশ চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অর্ডার, ১৯৭৩' এ যেইরূপ বুঝায় তদ্রুপ চার্টার্ড হিসাবরক্ষক হইবেন এবং সরকারের লিখিত পূর্বানুমোদনক্রমে নিরীক্ষার জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন।

(৩) উপধারা (২)-এ উল্লেখিত নিরীক্ষা ছাড়াও মহাহিসাব নিরীক্ষক কর্পোরেশনের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন বা হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৪) কর্পোরেশন নিরীক্ষার সময়ে মহাহিসাব নিরীক্ষক বা মহাহিসাব নিরীক্ষক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা চাহিলে সকল হিসাব, বইপত্র এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র উপস্থাপন করিতে এবং এই সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাখ্যা এবং তথ্য প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৫) কর্পোরেশন উপধারা (১)-এ উল্লেখিত চার্টার্ড হিসাবরক্ষক কর্তৃক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী প্রতি অর্থ বৎসরের শেষে

যথাসম্ভব দ্রুত সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(৬) কর্পোরেশন এর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে আর্থিক কর্মকান্ডের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করিবে।

৭৫। বার্ষিক প্রতিবেদন।—

কর্পোরেশন প্রতি অর্থ বৎসরের শেষে যথাশীঘ্র সম্ভব উহার এবং সহায়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

অধ্যায়-১১
অবসান

৭৬। কর্পোরেশনের অবলুপ্তি।—

(১) সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপনে তারিখ উল্লেখ করিয়া সেই তারিখ হইতে কর্পোরেশনের বিলুপ্তি ঘটানোর ঘোষণা প্রদান করিতে পারিবেন এবং ঘোষিত তারিখ হইতে কর্পোরেশনের বিলুপ্তি ঘটিবে।

(২) উপধারা (১) এর আওতায় প্রজ্ঞাপনের তারিখে বা তারিখ হইতে —

(ক) সরকার উক্ত তারিখের অব্যবহিত পূর্বে কর্পোরেশনের সকল জনবল উপযুক্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানে আত্তীকরণ করিবেন,

(খ) উক্ত তারিখের অব্যবহিত পূর্বে যে সকল সম্পত্তি, তহবিল ও বকেয়া কর্পোরেশনের উপর ন্যস্ত ছিল এবং যেইগুলি কর্পোরেশন কর্তৃক আদায়যোগ্য ছিল সেই সকল সম্পত্তি, তহবিল এবং বকেয়া সরকারের উপর ন্যস্ত হইবে বা সরকার কর্তৃক আদায়যোগ্য হইবে ;

(গ) উপর্যুক্ত তারিখের অব্যবহিত পূর্বে যেই সকল দায় কর্পোরেশনের উপর কার্যকরযোগ্য ছিল সেই সকল দায় সরকারের উপর বর্তাইবে ; এবং

(ঘ) এই আইনের আওতায় কর্পোরেশনের জন্য অনুমোদিত কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয় নাই এইরূপ সকল প্রকল্প, কর্মসূচি বা কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা এবং (খ) দফায় উল্লেখিত সম্পত্তি ,তহবিল ও বকেয়া প্রভৃতি আদায় করিবার দায়িত্ব সরকারের উপর বর্তাইবে ।